আহমদী বন্ধু!
ইসলামই তোমার আসল ঠিকানা

লেখক

মাওলানা আব্দুল মজিদ

খাদিমুত্ ত্বালাবা, মিফতাহুল উলূম
(মধ্যবাড্ডা) মাদরাসা, ঢাকা- ১২১২।
খতীব. বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ
পোস্ট অফিস রোড, পূর্ববাড্ডা, ঢাকা- ১২১২।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

আহমদী বন্ধু!
ইসলামই তোমার আসল ঠিকানা

লেখক :: মাওলানা আব্দুল মজিদ

প্রথম প্রকাশ :: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঈসায়ী,
জুমাদাল উলা, ১৪৩৭ হিজরী
দ্বিতীয় প্রকাশ :: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঈসায়ী,
জুমাদাল উলা, ১৪৩৭ হিজরী
তৃতীয় প্রকাশ (পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ) ::
৩০ শে মার্চ, ২০১৬ ঈসায়ী,
জুমাদাস সানী, ১৪৩৭ হিজরী
কম্পোজ :: মাও. ফরীদ উদ্দীন
প্রচ্ছদ :: আনাম সাজিদ, ০১৯৬৫-৩২৫১৯১
মুদ্রণ :: জননী প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার

প্রকাশক :: মাকতাবাতুল আযহার

"কোন ধরনের পরিবর্তন ব্যতীত দাওয়াতের নিয়তে যে কেউ ছেপে বিতরণ করতে পারবেন।" -লেখক

মূল্য :: ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

AHMADI BONDHU!
ISLAM-EI TUMAR ASHOL THIKANA
Writer: Maulana Abdul Mazid
Published by: Maktabatul Azhar
E-mail: maktabatulazhar@yahoo.com
MRP: Taka 80 US $ 6

অর্পণ

সেই পিপাসার্ত
আহমাদী বন্ধুকে...

যিনি সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল
এবং কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
-এর দলভুক্ত হয়ে
তাঁর সুপারিশ পেতে ইচ্ছুক।

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা ৫
কাদিয়ানীরা কত দলে বিভক্ত? ১৩
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের বই-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৩
পুস্তিকাটিতে বর্ণিত উদ্ধৃতি সম্পর্কে একটি জরুরী কথা ১৪
আল্লাহ তাআলার হক কী? কিভাবে জানবো? ১৫
নবী ও রাসূলকে কিভাবে চিনবো? ১৭
নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে মির্যা সাহেবের অবস্থান ১৮
নবী ও রাসূল বনাম মিথ্যাচার ১৯
নিজের কথা কুরআন-সুন্নাহর নামে চালানো ২২
মির্যা সাহেবের পাণ্ডিত্য ২৬
মির্যা সাহেবের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ২৭
মির্যা সাহেবের গালিগালাজ ২৯
মির্যা সাহেব ও তাঁর পুত্রের চারিত্রিক স্খলন ৩১
মির্যা সাহেবের বিচিত্র ও অবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী ৩৩
ভবিষ্যদ্বাণী ১ ..... ৩৩
ভবিষ্যদ্বাণী ২ ..... ৩৩
ভবিষ্যদ্বাণী ৩ মুহাম্মদী বেগমের ঘটনা ৩৪
আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর রুচিহীন বক্তব্য ৩৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাঁর রুচিহীন বক্তব্য ৩৯
নবীদের মত পবিত্র আত্মা সম্পর্কে রুচিহীন বক্তব্য ৪১
কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য ৪৩
হাদীস শরীফ সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য ৪৫
মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য ৪৬
ইসলামী সাহিত্যের চরম বিকৃতি ৪৭
হাদীসে নববীতে মির্যা সাহেবের আরেকটি বিকৃতি ৫০
নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ইসলাম বনাম মির্যা সাহেব ৫১
কাদিয়ানী ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেও যারা ফিরে এলেন ৫৮
মির্যা কাদিয়ানীর বক্তব্য কাদিয়ানীদের দ্বারা পরিবর্তনের বাস্তব নমুনা ৬১-৬২
হাজার লা'নতের প্রামাণ্যচিত্র ৬৩-৬৮
মির্যা কাদিয়ানী ও তার পুত্রের চারিত্রিক স্খলনের বাস্তব প্রমাণ ৬৯-৭০
হাদীসে নববীতে আরেক বিকৃতির প্রমাণ ৭২-৭৩
আল্লাহ বায়আত গ্রহণ করেছে এই বক্তব্যের প্রামাণ্যচিত্র ৭৪
ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রামাণ্যচিত্র ৭৫-৭৬
মির্যা সাহেবের আরবী জ্ঞান-দৈন্যতার আরেকটি প্রামাণ্যচিত্র ৭৫
আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতার একটি বাস্তব প্রমাণ ৭৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শানে কাদিয়ানীদের কুফরী বিশ্বাসের দুইটি প্রামাণ্যচিত্র .....

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বশেষ দূত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

একজন মুমিনের কাছে ঈমান কতটা মূল্যবান সম্পদ? যদি বলি সন্তানহারা আর্তনাদকারী মায়ের বুকের ধন! না, তার চেয়েও বেশী মূল্যবান। কারণ এ সন্তানের বিকল্প হতে পারে আরেকটি সন্তান। কিন্তু ঈমানের তো কোন বিকল্প নেই।

কেউ তার জীবনের সকল অর্জন দিয়ে আর মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে এক অনন্য প্রাসাদ গড়ে তুলেছে, যা প্রতিটি পথিককে বিস্মিত, বিমোহিত করে। যদি বলি, ঈমান এ প্রাসাদের চেয়েও আরো বেশী দামী। তাহলে তা-ই। কারণ, এ প্রাসাদে থেকে সে কতদিন সুবিধা ভোগ করতে পারবে, তার জানা নাই। কিন্তু ঈমানের প্রাসাদ তাকে অনন্তকাল ধরে এমন অনন্য সুবিধা দিতে থাকবে, যা উপভোগ করার আগে বুঝানো শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও।

আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে একজন বান্দার জন্য ঈমানের চেয়ে দামী ও মূল্যবান কোন সম্পদ হতে পারে না। তাই এ সম্পদকে হেফাজতের জন্য তার চেষ্টা অন্য সকল চেষ্টা থেকে বেশি হতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা মানব জীবনের সকল আমল, ইবাদত-বন্দেগীর বিচিত্রময় ভবনটি এই ঈমানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই ঈমানের এই ভিত্তিটিকে অক্ষত রাখার ব্যাপারে অন্য যে কোন মূল্যবান বিষয়ের চেয়েও বেশি সজাগ থাকতে হবে। কারণ ঈমানের এই ভিত্তিটি শেষ রক্ষার আখেরী হাতিয়ার। আপনি আখেরাতে সৌভাগ্যের শীর্ষ চূড়ায় আসীন হবেন, না দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবেন- তাও এ ঈমানের মাধ্যমেই ফায়সালা হবে। জীবনের সকল পুঁজি শেষ করে হলেও যদি কেউ

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের পুঁজি রক্ষা করতে পারে তাহলে সে আল্লাহর কাছে ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়্যা রা.- এর মত মর্যাদাবান হতে পারবে। কেননা, তিনি আবু জেহেলের হাতে জান তুলে দিয়েছেন। কিন্তু ঈমান তুলে দেননি। আল্লাহ না করুন, দুনিয়ার সামান্য কোন স্বার্থে (ভাত, কাপড়, থাকার জায়গা বা কোন চাকরীর নিশ্চয়তায়) যদি আমি ঈমানহারা হই তাহলে আমার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত, যে এক লিটার তৈল কিনতে গেল যে পাত্র নিয়ে, সে পাত্রে ৯০০ মিলিলিটার তৈল ধরে। বিক্রেতা বললো, বাকী ১০০ মিলিলিটার কোথায় দিব? ক্রেতা বললো, প্রত্যেক বোতলের নিচে একটি গর্ত থাকে এই বোতলেও আছে সেখানে দেন। কিন্তু তাতে কি হল- উপুড় হয়ে ৯০০ মিলিলিটার পড়ে গেল বাকী ১০০ মিলিলিটার নিয়ে ফিরে এলো।

আমরা যদি দুনিয়ার নগণ্য কোন বস্তুর জন্য ঈমানহারা হই তাহলে আমাদের অবস্থা এমনই হবে। অর্থাৎ ১০০ এর জন্য ৯০০ হারাতে হবে। তাই মনে রাখতে হবে, ঈমানের বিকল্প ঈমানই-, অন্য কিছু নয়।

এটা নিশ্চিত যে, আহমদী বন্ধুদের মধ্যে অসংখ্য সত্যানুসন্ধানী এমন আছেন, যারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদী জামাতের মূল মুরুব্বীদের লিখিত বই-পুস্তক পড়েননি। এর একটি কারণ, বইগুলোর অধিকাংশ উর্দু ভাষায়। আরেকটি কারণ, এই লিখিত বইগুলোর মধ্যে ইসলাম ও ইসলামের বিশ্বাসের উপর কিভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তা বোঝার জন্য ইসলামী জ্ঞানের যে পুঁজি থাকা দরকার- তা আমাদের সমাজের জামাল-কামালদের নেই। তাই উর্দু ভাষা-জ্ঞানের অভাবে আর ইসলামী জ্ঞানের শূন্যতার কারণে এসব জামাল ও কামালরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। এদিকে আহমদী জামাতের মুরুব্বীরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের নামে প্রচলিত শতাধিক বইয়ের সামান্য কয়েকটি বই বাংলায় অনুবাদ করে বিলি করেছে। এগুলো আবার এমন কিছু বই, যার মধ্যে মির্যা সাহেবের ইসলামী আকীদার সাথে নির্দয় আচরণের অতি সামান্য চিত্র ফুটে ওঠে। ভয়ানক চিত্রের উপর তার লেখা বইগুলো এদেশের অনেক কাদিয়ানী মুরুব্বীরাও পড়েননি।

কিন্তু সেই বইগুলো- যা পড়লে একজন আহমদী বন্ধু সহজেই বিভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক হবে বা নিজের ঈমান রক্ষার জন্য সজাগ হবে তা আদৌ তাদের হাতে পৌঁছে না। সারা বিশ্বের খোদাপ্রেমিক ইসলামপ্রিয় মুসলমানদের সাথে মির্যা সাহেবের বিরোধের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল তার এসব রচনা-লেখালেখি ও বই-পুস্তকগুলো ও তার মধ্যে বর্ণিত বক্তব্য ও বিশ্বাস।

সকল উম্মতে মুসলিমার কাছে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নেতিবাচক পরিচয়ের মূল কারণ, মির্যা সাহেব ও তার পরবর্তী আহমদী জামাতের মুরুব্বীদের ঐ সকল ইসলামী আকীদা বিরোধী রচনাসমূহ, যা সাধারণ আহমদী বন্ধুদের হাতে পৌঁছে না। এমন অনেক বই আছে, যা আহমদী বন্ধুগণ জনরোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন একটি বই হল মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. কৃত "কালিমাতুল ফসল" (كلمة الفصل) । উদাহরণ স্বরূপ উক্ত পুস্তকের ১৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, মির্যা সাহেবের আধ্যাত্মিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আধ্যাত্মিকতা থেকে বেশি দৃঢ় ও শক্তিশালী। এ কথা শুনে কোন মুসলমান স্বস্তি পেতে পারে না। তিনি ১৭৪ পৃ: লিখেন, মির্যা সাহেবকে না মানলে সে ইহুদী বা তার চেয়ে জঘন্য।

মির্যা সাহেব লেখালেখির ময়দানে নেমেছেন প্রায় সোয়াশ (১২৫) বছরেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু ইসলামী দুনিয়ার শত শত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটিতেও মির্যা সাহেবের লেখা কোন বই পাঠ্য তালিকা বা সহযোগী গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে, এর কোন উদাহরণ নেই। এর একটি কারণ তো, ইসলামকে আক্রমনকারী তার বক্তব্যগুলো। অন্যটি হল, মির্যা সাহেবের এ সকল বইয়ে মানবসমাজের জন্য বৈপ্লবিক কোন আবেদন নেই। কোন নতুন বার্তা নেই। এদিকে ইহুদী-খৃস্টানরা কুরআনের অনুসারী না হয়েও কুরআন নিয়ে তাদের কত গবেষণা! কত কৌতুহল! ওরিয়েন্টালিস্টদের (প্রাচ্যবিদ) যে বিশাল জামাত ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছে, তা কুরআন গবেষণা করার জন্যই। কিন্তু মির্যা সাহেবের দাবিকৃত ওহীর (!) সমষ্টি যা 'তাযকেরাহ' নামে প্রকাশিত সেটি আহমদী

বন্ধুদের নিজস্ব বলয়ের বাইরে অন্য কোন স্বীকৃত একাডেমী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে কারো জানা নেই। কারণ, ওহী মানেই বৈপ্লবিক বার্তা। কিন্তু মির্যা সাহেবের ওহীতে সেই বৈশিষ্ট্য না থাকায় এটি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

যাই হোক, আহমদী বন্ধুগণ তাদের অনুসারীদেরকে দু-চারটি কথা মুখস্থ করিয়ে দেন, কিন্তু মির্যা সাহেবের আসল বই-পুস্তকের সাথে পরিচিত হতে দেন না। আর তা বুঝি এভাবে, কাদিয়ানীগণ যখন আলোচনার মধ্যে বলে উঠেন, "আপনারা আমাদেরকে কাফের বলেন, অথচ আমরা নামায-রোযা করি," তখন যদি বলা হয়, মুসলমানরা হয়ত কয়েক লক্ষ (আনুমানিক সংখ্যা) কাদিয়ানীকে কাফির বলছে। কিন্তু তাদের গুরু মির্যা সাহেব তো শত কোটি মুসলমানকে কাফের ও জাহান্নামী বলেছে। *[তাযকেরাহ ২৮০ ও ৫১৯, ৪র্থ এডিসন]* তখন তিনি এই বলে লাফ দিয়ে ওঠেন, না! মির্যা সাহেব এমন লিখতেই পারেন না।" যখন দেখিয়ে দেয়া হয়, তখন তার বিশ্বাস ও বাস্তবতার মাঝে বিস্তর তফাৎ দেখে চোখ কপালে উঠে যায়।

এমনইভাবে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে অসংখ্য অশ্লীল গালি দিয়েছেন। যার মধ্যে খানকীর বাচ্চা, বেশ্যার বাচ্চা। *[রূহানী খাযায়েন ৫/৫৪৭-৪৮]* হারামজাদা *[প্রাগুক্ত ৯/৩১]* হিন্দুর বাচ্চা *[প্রাগুক্ত ১১/৫৯]* কুত্তা *[প্রাগুক্ত ১২/১২৮]* শুয়োর *[প্রাগুক্ত ১১/৩৩৭]* মিথ্যার ঘু ভক্ষণকারী *[প্রাগুক্ত ১১/৩৩৪]* সহ অসংখ্য গালি। এর জন্য আঞ্জামে আ-থম (انجام آتهم) যা 'রূহানী খাযায়েনে'র ১১ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে, দেখা যেতে পারে। বইটির অসংখ্য পৃষ্ঠা এ সকল কুরুচিপূর্ণ গালিতে ভর্তি। যার কোন একটি গালি যদি কোন ইমাম সাহেব দেন তাহলে সেদিনই তাকে মসজিদ থেকে বিদায় সালাম জানিয়ে দেয়া হবে। অথচ আজ এমন গালিদাতাকে সারা উম্মতের ইমাম বানানো হচ্ছে।

সাধারণ আহমদীগণ জানে না মির্যা সাহেবের বই-পুস্তকের এক বিরাট অংশে কী আছে। যদি তারা এসব কথা জানতেন তাহলে আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপীদের জন্য স্বীকৃত সুপারিশকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকবে, না মির্যা কাদিয়ানীর সাথী হবে, বিষয়টি নিয়ে আরেকবার ভাবতেন ও সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পেতেন।

যে সকল আহমদী বন্ধু সাহস করে মির্যা সাহেবের সে লেখাগুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন তারা তাদের আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে ঈমানের সেই নিরাপদ ঘরে আবার ফিরে এসেছেন এবং মুহাম্মদ সা. -এর উম্মতের মধ্যে শামিল হয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে সর্বজন পরিচিত কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরছি।

জনাব ডা. আব্দুল হাকীম খান: তিনি মির্যা সাহেবের হাতে বায়আত গ্রহণ করে কাদিয়ানী ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু মির্যা সাহেবের সাহচর্যে থাকার পর তার জঘন্য গালিগালাজ ও অরুচিকর কাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে এ ধর্মমত ত্যাগ করেন। তিনি মির্যা সাহেবের কাছে কতটা প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন, সেটা মির্যা সাহেবের বক্তব্য দেখুন:

সে একজন নেককার যুবক। সৌভাগ্য ও হেদায়েতের আলামত তার চেহারায় স্পষ্ট। সচেতন। বুদ্ধিমান। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে ইসলামের কিছু খেদমত নেবেন। সে ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতি মাসে এ (কাদিয়ানী ধর্মমত) সিলসিলার জন্য এক রুপিয়া দান করে। এ অর্থ সে শুধু আল্লাহর জন্যই দান করে। (সংক্ষেপিত)। *-[রূহানী খাযায়েন ৩/৫৩৭]*

এখানে কয়েকটি বিষয় বুঝার আছে:

- ❖ মির্যা সাহেবের কাছে তিনি অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিল।
- ❖ মির্যা সাহেব তাকে ইখলাসের অধিকারী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
- ❖ মির্যা সাহেব তাকে নেককার বলে অভিহিত করেছেন এবং তার দ্বারা ইসলামের খেদমত হবে বলে আশা পোষণ করেছেন।
- ❖ তার চেহারায় হেদায়েতের আলামত স্পষ্ট।

মির্যা সাহেব সবকিছু আল্লাহর আদেশেই বলে থাকেন, যা তার দাবি *(রূহানী খাযায়েন ১৯/২২১)*। ফলে ডা. জনাব আব্দুল হাকীম খানের হেদায়েতের

উপর থাকা আল্লাহর কাছেই ফায়সালা হয়ে আছে, যা উপরের আলোচনা থেকেই পরিষ্কার। তাহলে পরে সেই আব্দুল হাকীম সাহেবকে "স্বধর্ম ত্যাগী মুরতাদ" বলা কতটা যুক্তিযুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির ঈমানের উপর আস্থা পোষণ করেছেন এবং তাকে জান্নাতী বলেছেন, আর পরে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে- এরকম কোন উদাহরণ নেই। কারণ, তাঁর আস্থা পোষণ করা প্রকৃতই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। ফলে মির্যা সাহেবের মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই ব্যক্তিকে প্রথমে ঈমানদার বলে পরে তাকে বেঈমান বলার মত লজ্জায় পড়তে হয়নি।

মির্যা সাহেবের কাছে বায়আত গ্রহণকারী অসংখ্য ব্যক্তি আছে, যারা পরে মির্যা সাহেবের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে 'কাফের' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জনাব ডা. আব্দুল হাকীম সাহেব তাদেরই একজন। (তার মির্যা সাহেবের বিরোধিতার প্রমাণ দেখা যায় কাদিয়ানীদেরই প্রকাশিত মির্যা সাহেবের ৩১৩ জনের সে বইটিতে। উর্দূ সংস্করণ - ২০৮, ২য় এডিসন)

এবার মির্যা সাহেবের শেষ বক্তব্য দেখুন: এমনভাবে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন শত্রু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধ্বংস হয়েছে। তার নাম-নিশানও বাকী থাকেনি। আর আব্দুল হাকীম নামে সর্বশেষ আরেকজন শত্রু জন্মেছে। সে ডাক্তার। পাঠিয়ালা এলাকার বাসিন্দা। তার দাবি হল, আমি তার জীবদ্দশায় (১৯০৮ সালের ৪ঠা আগস্টের আগেই) মারা যাব। আর সেই যে সত্যের উপর আছে এটি তার একটি প্রমাণ হবে। সে নিজের ব্যাপারে ইলহামের অধিকারী হওয়ার দাবি করে এবং আমাকে দাজ্জাল, কাফের, মিথ্যুক সাব্যস্ত করে।[১]

সে প্রথমে আমার হাতে বায়আত হয়ে ২০ বছর আমার মুরীদ হিসেবে আমার জামাতের মধ্যে শামিল ছিল.... সে ভবিষ্যতবাণী করেছিল, আমি ৪ঠা আগস্ট ১৯০৮ এর আগেই তার জীবদ্দশায় তার সামনে মারা যাব। এর বিপরীতে আল্লাহ নিজেই আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, সে নিজেই

---

১. মির্যা সাহেব নিজেই স্বীকার করেন ডা. আব্দুল হাকীম বলেছে, মির্যা সাহেব ৪ঠা আগস্ট ১৯০৮ ইং তারিখের আগেই মারা যাবে।

আযাবের মধ্যে ফেঁসে যাবে। আর আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। আর আমি তার অনিষ্ঠ থেকে বেঁচে যাব। সুতরাং এটি এমন এক মুকাদ্দামাহ, যার ফায়সালা আল্লাহর হাতে।[২] নিঃসন্দেহে এটা সত্য ঘটনা। আল্লাহর দৃষ্টিতে যে সত্যবাদী আল্লাহ তাকেই সাহায্য করবেন। *(চশমায়ে মারেফত ৩২১-৩২২ মির্যা কাদিয়ানী কর্তৃক নিজ হাতে লিখিত। (রূহানী খাযায়েন ২৩/৩৩৬-৩৩৭)*

বাস্তবে আল্লাহ মির্যা সাহেবকে নয় বরং ডা. আব্দুল হাকীমকে রক্ষা করেছেন এবং তার বেঁধে দেয়া সময়ের (৪/৮/১৯০৮) আগেই (২৬/৫/১৯০৮) মির্যা সাহেব মারা যান। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, মির্যা সাহেবের পরিবেশিত খোদার দেয়া খবরটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

আহমদী বন্ধুগণ! আমরা একটু ভেবে দেখি।[৪]

যেসব আহমদী বন্ধু সকল চাপ উপেক্ষা করে, একগুয়েমী বাদ দিয়ে, মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে বেরিয়ে যখন মির্যা সাহেবের সকল লেখা পড়বেন তখন তিনিও এ জাতীয় ভয়ানক নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচিত হবেন এবং ডা. আব্দুল হাকীমদের মত এ সকল কাদিয়ানী ধর্ম ত্যাগকারীদের পথ ধরে ঈমানের নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করতে পারবেন। সকালের পথহারা মুসাফির বিকালে অবশ্যই পথ ফিরে পাবেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এমন লম্বা সময় সাহচর্যপ্রাপ্ত কোন দাঈ বা দ্বীন প্রচারক সাহাবী ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছেন, এমন কোন উদাহরণ নেই। কারণ নিঃসন্দেহে মিথ্যার ব্যাপারে সেই দৃঢ়তা ও স্বস্তি আসে না, যা সত্যের ব্যাপারে আসে।

---

২. মির্যা সাহেব আব্দুল হাকীম সাহেবের নির্ধারিত সময়ের ২ মাস নয় দিন পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।

৩. তাহলে সেটা আল্লাহর দেয়া সংবাদ হল কিভাবে?

৪ এমন অসংখ্য ব্যক্তি কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারী হয়েও পরে এ ধর্মকে ত্যাগ করেছেন। তাদের সংখ্যা অনেক। বইয়ের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আমরা আলোচিত আরও ৬ জন কাদিয়ানী ধর্ম ত্যাগকারী ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত তালিকা পুস্তিকাটির শেষে যোগ করেছি। দেখুন: ৫৮-৬০ নং পৃষ্ঠা।
তাদের সম্পর্কে অবগত হলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, যুগ যুগ ধরে তারা কাদিয়ানীদের নেতৃত্বে থেকে এ ধর্ম প্রচারে ইউরোপ ও আমেরিকাতে অনেক ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছিল। কিন্তু পরে এ ধর্মের ভ্রান্তির কথা বুঝতে পেরে এ ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।

ঈমান কখনও সম্পদ দিয়ে অর্জিত হয় না, তাহলে কারূণই বড় ঈমানদার হত। ঈমান ক্ষমতা দিয়েও অর্জিত হয় না, তাহলে ফেরাউনই শ্রেষ্ঠ ঈমানদার হত। ঈমান রক্তের বন্ধন দ্বারাও হয় না, তাহলে আবু তালেবও আবু বকর রা. এর মত ঈমানদার হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। তাহলে ঈমান কিসের দ্বারা অর্জন হয়? ঈমান অর্জন হয় সত্যের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও মিথ্যার প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা। আর চোখ-মুখ খুলে সেই সত্যকে তালাশ করার দ্বারা। আল্লাহর কাছে হেদায়েতের দুআ করার দ্বারা। দেখবেন, একদিন আপনি সেই হাবশা থেকে আগত, সমাজের অবহেলিত এক বেলালের মত সত্যের নূরানী মুকুট অবশ্যই পরিধান করতে পারবেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একজন গর্বিত উম্মত হয়ে তাঁর সাথে জান্নাতে যেতে পারবেন। জান্নাতের এই সরল পথটি যাতে সরল থাকে, কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দূর্গম বানাতে না পারে এ জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। আমরা আমাদের এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে মির্যা সাহেবের বই-পুস্তকের প্রকৃত কাহিনী ও আসল চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। যাতে করে হুজুরের আদরের উম্মত ঈমান নিয়ে কবরে পারে। আর আমরা বেঁচে যাই আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের ওসীলায় সকলকে নাজাত দান করুন। এ পুস্তিকাটি হাতছাড়া করবেন না। অজানা সত্যকে জানার জন্য নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন। সম্ভব হলে কোন পরিবর্তন ছাড়া ছেপে বিলি করুন।

মাওলানা আব্দুল মজিদ
জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
৯-১-১৪৩৭ হিঃ

কাদিয়ানীরা কত দলে বিভক্ত?

১৯১৪ সালে মির্যা সাহেবের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীন মারা যাওয়ার পর নেতৃত্ব নিয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সম্পূর্ণ দুইটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। যার একটির নেতৃত্ব দেয় মির্যা কাদিয়ানীর পুত্র বশীরুদ্দীন মাহমূদ। আরেকটির নেতৃত্ব দেয় মুহাম্মদ আলী লাহোরী। সেই বিভক্ত শিবিরের ধারা আজও অব্যাহত আছে। তাদের বিশ্বাস ও আকীদার মধ্যে ব্যাপক গড়মিল আছে। এই দুই শিবির লাহোরী গ্রুপ ও কাদিয়ানী গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। লাহোরী গ্রুপ মির্যাকে মুজাদ্দিদ মনে করে। কিন্তু নবী মনে করে না। তাই কাদিয়ানী গ্রুপের কাছে তারা কাফের। এভাবে একে অন্যকে কাফের ফতওয়া দিয়ে চলেছে। এখন প্রশ্ন হল, কে বাহাত্তর দলের মাঝে আছে, আর কে এর বাইরে। এটাই এখন বড় রহস্য। এদের বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন: মুবাহাসায়ে রাওয়ালপিণ্ডি। [مباحثے راولپنڈی]

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের বই-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মির্যা সাহেব তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য যে কয়টি বই লিখেছেন এর মধ্যে ৮৪টি বইকে তাঁরই এক ভক্ত জালালুদ্দীন শামস ২৩ ভলিয়ুমে একত্রিত করে 'রূহানী খাযায়েন' (روحانی خزائن) নামে ছেপেছেন। অজানা কারণে দীর্ঘদিন বইগুলোর ছাপা বন্ধ থাকলেও সম্প্রতি তা আবার ছাপা শুরু হয়েছে। মির্যা সাহেব কোন উদ্দেশ্যে কোন বই লিখেছেন, তা প্রায় সকল বইয়ের শুরুতে উল্লেখ আছে। এছাড়া তাঁর বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণাপত্র ৩ খণ্ডে ছাপা হয়েছিল যা 'মজমূয়ায়ে ইশতেহারাত' (مجموعہ اشتہارات) নামে পরিচিত এবং তা বর্তমানে নতুন দুই ভলিয়ুমে ছাপা হচ্ছে। মির্যা সাহেবের বিভিন্ন জলসা ও মজলিসে প্রদত্ত বয়ানগুলো 'মালফুযাত' (ملفوظات) নামে দশ খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। এখন নতুন এডিসনে তা পাঁচ খণ্ডে ছাপা হচ্ছে। মির্যা সাহেবের কথিত ওহী, কাশফ ও এলহামগুলো 'তাযকেরা' (تذکرۃ) নামে ১ খণ্ডে ছাপা হয়েছে। তাঁর একটি কবিতার বই আছে যা 'দুররে সামীন' (درر ثمین) নামে পরিচিত।

বর্তমানে মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের নামে প্রচলিত মোট ৯৯টি বই পাওয়া যায়। আমার সংগ্রহে সবগুলো আছে। কোন কোন বইয়ের নতুন পুরাতন মিলিয়ে একাধিক কপিও আছে। মির্যা সাহেবের অনেক বক্তব্য খোদ কাদিয়ানী ভাইদের কাছে স্পষ্ট ইসলাম বিরোধী হওয়ায় ধর্ম প্রচারে বাঁধা মনে করে নতুন মুদ্রণ থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু পুরাতন একাধিক কপি থাকার কারণে গবেষকদের কাছে এ কাজটি একটি লুকোচুরি খেলার মত মনে হয়। ফলে তাদের উদ্দেশ্য সব জায়গায় ব্যর্থ হচ্ছে এবং এ সব কাজ আহমদী জামাতের জন্য সুফলের জায়গায় কুফল বয়ে এনেছে। বক্ষমান পুস্তকে এমন কিছু জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। এ বইতে দেওয়া সকল তথ্য মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের মূল বই (নতুন পুরাতন কপি) থেকে নেওয়ার কারণে পাঠকবৃন্দ পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন।

পুস্তিকাটিতে বর্ণিত উদ্ধৃতি সম্পর্কে একটি জরুরী কথা

কাদিয়ানীদের প্রকাশিত যে সকল বইয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই পাকিস্তানের কাদিয়ানী প্রকাশনী ঁঘঅতঅজঅঞ ওঝঐস্থঅঞ জঅইডঅঐ, চঅকওঝঞঅঘ. চৎরহঃবফ নু: তওঅ-টখ-ওঝখঅগ চজউঝঝ জঅইডঅঐ. থেকে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত। কিন্তু পুস্তকগুলোর বর্তমান কপির অনেকগুলোতে মুদ্রণ সন না থাকায় তা উল্লেখ করা সম্ভব হল না। তবে যে বইগুলোতে এডিসনের কথা উল্লেখ আছে তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার হক কী? কিভাবে জানবো?

রহিমপুর গ্রামে ইমরান নামে এক ৭০ বছরের বৃদ্ধের চোখে নানারকম সমস্যা দেখা দিল। তিনি ডা. মাসুম নামে প্রসিদ্ধ এক চক্ষু ডাক্তারের সাথে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তার সিরিয়াল ৪০ অতিক্রম হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোনদিন ডাক্তার সাহেবের কাছে সিরিয়াল কম থাকে? এ্যাটেন্ডেন্ট বললো, প্রতিদিন এমনই সিরিয়াল থাকে। ফি কত? বললো, পাঁচশত টাকা। মাথায় হাত! কিন্তু কি আর করা? দিতেই হবে, যদি চোখ ভাল করতে চাই। দরিদ্র ইমরান ভাবলেন, টাকা না থাকা সত্ত্বেও তা ঋণ করে হলেও দিতে হবে। কারণ, ডাক্তার যখন চোখ দেখে দিবে তাহলে এটা তার হক। আর এই হক বা পাওনা পরিশোধ না করি তাহলে সকলের কাছে আমি একজন অপরাধী ও হক নষ্টকারী হিসাবে গণ্য হব এবং এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। আর ডাক্তার সাহেবের এই হকের পরিমাণ কি? তা তারই নিযুক্ত এ্যাটেন্ডেন্ট থেকে জানতে হবে। তিনি ভাবলেন, ডাক্তার যদি চোখের চিকিৎসা করে দিয়ে আমার থেকে পয়সা আদায় করতে পারে, আর এটা যদি তার অবধারিত হক হয় তাহলে যে মহান মালিক আল্লাহ আমার পূর্ণ চোখ দুটি সৃষ্টি করে দীর্ঘ ৭০ বছর নির্বিঘ্নে আলো-বাতাস দেখার সুযোগ করে দিলেন তারও একটি পাওনা অবশ্যই আমার কাছে থাকবে এবং সেটা আরো বড়। কিন্তু আমি কি সে পাওনা পরিশোধ করেছি?

একটি মোবাইল যেমন নষ্ট হলে মেরামতের জন্য কোন হাতের দরকার হয় তেমনই তা সৃষ্টির জন্য আরও শক্ত হাতের দরকার হয়ে থাকে। ফলে যে হাত মেরামত করেছিল তাকে দুইশত টাকা দিয়ে যেমন তার হক পরিশোধ করতে হয় তেমনই মূল প্রস্তুতকারকের হক আরও বেশি এবং তা পরিশোধের অপরিহার্যতাও বেশি। প্রস্তুতকারকের হক কত তা তারই নিযুক্ত প্রতিনিধি বা সহকারী থেকেই জানতে হয়। আর এটাই নিয়ম।

সারকথা হল, কোন ডাক্তার চোখ দেখে দিলে তার পাওনা পাঁচশত টাকা পরিশোধ করতে হয়, তেমনই যে মহান মালিক আমাকে চোখ দু'টি দান করলেন তার পাওনা পরিশোধ করতে হয়। নতুবা আমি হক নষ্টকারী তথা বেঈমান মানুষ হিসাবে গণ্য হব।

পূর্বের একথা দ্বারা আমরা কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম–

১. চক্ষু ডাক্তার চোখের চিকিৎসা করলে যেমন তার হক কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই আমার উপর অপরিহার্য হয় তেমনি ভাবে
২. মহান আল্লাহ তা'আলা, যিনি আমাকে চক্ষু দান করেছেন তার হক আমার উপর আরও বেশি অপরিহার্য।
৩. মহান আল্লাহর হক আদায়ে কোন মতভেদে লিপ্ত হওয়া বা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ নেই।
৪. চক্ষুর ন্যায় মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য অঙ্গ ও যন্ত্রাংশ দান করেছেন বরং সম্পূর্ণ শরীরটাই তার দান। ফলে তার পাওনার পরিধি ব্যাপক-বিস্তৃত। বরং তা সারা জীবনব্যাপী আদায় করতে হবে।
৫. মহান আল্লাহ তা'আলা নিয়ম করেছেন, তিনি বান্দার বাঁচা ও চলার জন্য যা যা প্রয়োজন সবই সৃষ্টি করবেন কিন্তু বান্দার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন না।
৬. তবে তার পরিচয় ও পাওনা ঘোষণার জন্য মাঝে মধ্যে দূত বা প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও তার হক ও হকের লম্বা তালিকা তার নিযুক্ত দূত (নবী-রাসূল) থেকেই জানতে হবে।
৭. আল্লাহ তা'আলার হকের পরিচয় সেই দূতই দিতে পারবে, যে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। আমরা যদি কোন ফ্যাক্টরীতে কর্মরত থাকি তাহলে সেই ফ্যাক্টরীর সকল তথ্য ফ্যাক্টরীর মালিকের নিযুক্ত ম্যানেজার থেকে জানি আমরা। মালিকের নিয়োগকৃত নয় এমন ব্যক্তির কাছে মোটেও জানতে চাই না। তেমনি মহান আল্লহ তা'আলার ব্যপারে তথ্য তার

নিযুক্ত নয় এমন ম্যানেজারে বা দূত থেকে জানার চেষ্টা করা নিতান্ত বোকামী। কারণ, এভাবে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৮. কোন বাসের মালিক ভাড়া আদায় করার জন্য একজনকে নিয়োগ দিল। আমি ভাড়া তাকে না দিয়ে অন্য একজনকে ভাড়া দিয়ে চলে আসলাম যে মূল মালিকের নিযুক্ত নয়, তাহলে আমার দ্বারা ভাড়া আদায় হয়নি এবং আমি অনাদায়ী লোকদের মত এ দায়িত্ব থেকে মোটেও অব্যাহতি পাব না। কারণ, এমন ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে বাসের মূল মালিকের কাছে পৌঁছবে না।

৯. ফলে বাসের সকল যাত্রীকে জানতে হবে, কে মালিকের নিয়োগপ্রাপ্ত ভাড়া আদায়কারী? আর কে মালিকের নিয়োগপ্রাপ্ত নয়? কেননা ভুল ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে না দেয়ার পাপে পাপী হতে হবে।

১০. ফলে মানুষের উপর আল্লাহর যেমন অসংখ্য হক অপরিহার্য তেমনিভাবে এটাও অপরিহার্য যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত আসল দূত কে? তাকে চেনা ও তার পরিচয় পাওয়া। নতুবা সে হক নষ্টকারী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। আর এ সকল দূতকেই নবী ও রাসূল বলা হয়। এজন্যই ইসলামে হক (ইবাদত) আদায়ের পূর্বেই রেসালত তথা প্রকৃত রাসূল পরিচিতিকে ফরয করা হয়েছে এবং একে ইসলামের মূল মেরুদণ্ডের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

নবী ও রাসূলকে কিভাবে চিনবো?

নবী ও রাসূলদের কিছু আলামত থাকে। যার মধ্যে কিছু হলো সাধারণ আলামত, কিছু বিশেষ আলামত।

ولقد اٰتينا موسى تسع اٰيات بينات

"মুসাকে আমি নয়টি স্পষ্ট আলামত দান করেছি"। *[সূরা: ইসরা-১০১]*

সে আলামতগুলোর মাধ্যমেই তিনি চিহ্নিত হন। কিছু সাধারণ আলামত, যেমন: নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি পাহাড়ের অবিচলতাকেও

হার মানান। ভদ্রতা ও শালীনতার প্রতিটি মানদণ্ড তাঁর দ্বারাই পূর্ণতা পায় এবং তাঁর এ বৈশিষ্ট্য শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই স্বীকৃত।

উদাহরণ স্বরূপ, স্মরণ করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ঘটনাটি, যা ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর 'সুনানে' উল্লেখ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওয়াদা দিলেন যে, আমি তোমার জন্য এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুমি আস। সে বাড়ি গিয়ে ভুলে গেল। তিন দিন পর সে এসে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেখানেই দাড়িয়ে আছেন।[৫] *[সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল ইদাতি, পৃ: ৬৮২ ভারতীয় কপি]*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতদার হিসাবে তাঁর জানের দুশমন কাফেরদের আমানতও কিভাবে রক্ষা করেছিলেন দেখুন! হিজরতের সময় তিনি তাঁর হত্যার মত নিষ্ঠুর কাজে অংশগ্রহণকারীদের আমানতও হযরত আলী রা. কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তা মূল মালিকের (রাসূল সা. -এর হত্যাকারী) কাছে পৌঁছে যায়। সামান্যতম খেয়ানত বা ওয়াদাও ভঙ্গ হতে দেননি।

নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে মির্যা সাহেবের অবস্থান

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যিনি নিজেকে রাসূল বলে দাবি করতেন, যেমন তিনি বলেন : "সত্য খোদা তিনিই যিনি কাদিয়ানে নিজ রাসূল পাঠিয়েছেন"। *[রূহানী খাযায়েন ১৮/২৩১]*

তিনি আরও লিখেন: বারাহিনে আহমদিয়া' গ্রন্থটি প্রথমে ৫০ খণ্ডে লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করে দিয়েছি। কেননা ৫ ও ৫০ - এর মধ্যে মাত্র একটি শূন্যের পার্থক্য। ফলে ৫০ খণ্ড লেখার যে ওয়াদা বা অঙ্গিকারে আমি আবদ্ধ ছিলাম, তা ৫ খণ্ড লেখার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। *[বারাহীনে আহমদিয়া-৫/৯, ৫ম অধ্যায়। রূহানী খাযায়েন-২১/৯]*

---

[৫] ঘটনাটি ছিল নবী হওয়ার পূর্বে। তাহলে নবী হওয়ার পর তাঁর অবস্থা কি ছিল?

আহমদী বন্ধুগণ! অঙ্গিকার পূরণের এমন উদাহরণ কোন রাসূল থেকে সত্যিই বিস্ময়কর। আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন- কেউ আপনাকে কোন কিছুর বিনিময়ে ৫০ টাকা দেয়ার কথা, যদি সে ৫ টাকা দেয় আর ৪৫ টাকা না দিয়ে বলে-আমার অঙ্গিকার পূর্ণ হয়েছে। আর এই নীতিহীন কাজ প্রমাণ করার জন্য বলে ৫ ও ৫০ এর মধ্যে শূন্যের পার্থক্য, আপনি কেমন ক্ষিপ্ত হবেন? আপনি কি তাকে সত্যিকার মুসলমান মনে করবেন? নবী-রাসূল মনে করাতো অনেক পরের প্রশ্ন।

মনে রাখতে হবে, তিনি ৫০ খণ্ড লেখার অঙ্গিকার করে মানুষ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন।

আমাদের সমাজে অনেক মুসল্লী এমন আছেন যারা মনে করেন, শুধু জুমার নামায আদায় করলে সপ্তাহের ৭ ৫ = ৩৫ ওয়াক্ত নামায আদায় হয়ে যায়। তারা যদি মির্যা সাহেবের এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে বলে ৪৫ খণ্ড না লিখে যদি ৫০ এর দায়িত্ব ও ওয়াদা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহলে ৩৪ ওয়াক্ত না পড়ে ৩৫ ওয়াক্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কেন পাব না? তখন আহমদী বন্ধু! আপনি কি জবাব দিবেন?

এই প্রশ্নটি রেখে প্রসঙ্গটি শেষ করছি।

নবী ও রাসূল বনাম মিথ্যাচার

নবী ও রাসূলদের সাথে মিথ্যার দূরত্ব আকাশ পাতালের দূরত্বের চেয়েও বেশী। এটা নবীদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ও আলামত। একারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল-আমীন তথা মহা সত্যবাদী হিসাবে শৈশবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেই বলেন, অসত্য কথা বলা ও অপবাদ আরোপ করা সৎ মানুষের কাজ নয়। বরং নষ্ট ও খারাপ মানুষের কাজ। *[রূহানী খাযায়েন ১০/১৩ মির্যা কাদিয়ানী কর্তৃক লিখিত]*

তিনি আরও বলেন, কেউ একটি কথায় মিথ্যুক প্রমাণিত হলে তার অন্য কথার আর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। *[রূহানী খাযায়েন ২৩/২৩১]*

আহমদী বন্ধুগণ! এ সবই মির্যা সাহেবের বক্তব্য যা তারই লিখিত বই থেকে সংগ্রহিত।

এবার দেখুন, তিনি মিথ্যা ও অবাস্তব কথার কত দীর্ঘ একটি জাল তার গ্রন্থে বিছিয়ে গেছেন। যা পাঠ করলে পাঠকের চোখ কপালে উঠে যায়।

তিনি বলেন: বুখারী শরীফের ঐ সকল হাদীসসমূহ যাতে শেষ যুগের কিছু খলীফাদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঐ খলীফা, যার ব্যাপারে আসমান থেকে এই ডাক আসবে যে, এই হল "আল্লাহর খলীফা মাহদী"। এবার ভাব, এটা কেমন মর্যাদাবান কিতাব, যাকে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করা হয়!? *[রূহানী খাযায়েন ৬/৩৩৭]*

আহমদী বন্ধুগণ! এটি একটি স্পষ্ট মিথ্যাচার। বুখারী শরীফের কোথাও এই হাদীস নেই। কাদিয়ানী ভাইদের ইমাম বুখারীর লেখা বুখারী শরীফে এ হাদীসটি দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত নয় কি? কিন্তু কেন তারা তা করছেন না? মির্যা সাহেব হয়তো ভেবেছিলেন, মানুষ কি আর বুখারী শরীফ ঘেঁটে দেখবে!? না, এই উম্মত সম্পর্কে তার এমন ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর। এই উম্মত মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে মাহদী ও নবী বানানোর অপচেষ্টকারীদের হাত থেকে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য শুধু বুখারী শরীফ কেন, ইসলামী সাহিত্যের সকল গ্রন্থ মন্থন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার এই অসত্য কথা দ্বারা কয়েকটি অনৈতিক ও অবাস্তব কথা পাঠককে বুঝাতে চেয়েছেন।

১. বুখারী শরীফের আশ্রয় নিয়ে নিজের ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। অথচ সত্য দাবীর জন্য মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

২. যিনি এমন মিথ্যার মাধ্যমে নিজের ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকে মানুষকে আস্থাশীল করে থাকেন তার অন্য দাবি ও ইলহামের ব্যাপারে মানুষ কি বিশ্বাস পোষণ করবে? কারণ, মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন, "যার একটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তার আর কোন কথার উপর আস্থা থাকে না।" *[রূহানী খাযায়েন ২৩/২৩১]*

৩. মির্যা সাহেব বলেছেন, তিনি যা বলেন আল্লাহর আদেশেই বলেন, নিজ থেকে কোন কথা বলেন না। *[রূহানী খাযায়েন ১৯/২২১]*
তবে কি বুখারী শরীফের মধ্যে হাদীসটি থাকার মিথ্যা ঘোষণা আল্লাহর আদেশেই দিলেন!

৪. হয়ত কোন আহমদী বন্ধু বলবেন যে, এটা একটি ইজতিহাদী ভুল। কিন্তু মির্যা সাহেবের এই দাবির পরে কি তার আর কোন ইজতেহাদী ভুল হয়েছে বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে? তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভুলের উপর স্থির হতে দেন না এবং আমাকে প্রতিটি ভুল থেকে হেফাযত করেন।" *[রূহানী খাযায়েন ৮/২৭২]*
উর্দূ ভাষাজ্ঞানের অভাবে মির্যা সাহেবের মূল বইগুলো সাধারণ মানুষের জন্য পড়া অসম্ভব। তাই এসব বিষয়ে আমরা নিত্যদিন অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি। আর প্রতারিত হচ্ছি।
আহমদী বন্ধুগণ! একটু ভাবার প্রয়োজন, সত্যিই যদি তিনি ইমাম মাহদী হবেন তাহলে বুখারী শরীফের নামে এমন মিথ্যা উদ্ধৃতি ও ঘোষণার কি প্রয়োজন? আর একটু অপেক্ষা করুন, মির্যা সাহেব তার বই-পুস্তকে কিসব অকল্পনীয় আর অবাস্তব কথার জাল বিছিয়ে রেখেছেন তার একটি তালিকা আপনার সামনে আসছে, আপনি বুঝবেন, তিনি কি আল্লাহর নিযুক্ত ছিলেন, না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ও প্রেরিত?!

এ সকল ভুল-অসত্য ও স্ববিরোধ বক্তব্য লেখার পর তিনি মুসলমানদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন । আর ঈমান না

আনায় পৃথিবীর সকল মুসলমানকে কাফের ও জাহান্নামী বলেছেন। অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করেছেন। নমুনা সহ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

"শুধুমাত্র খানকির বাচ্চারা আমার এ গ্রন্থ (বারাহীনে আহমদিয়াহ) গ্রহণ করবে না। যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছে।" *[রূহানী খাযায়েন ৫/৫৪৭-৫৪৮]*

দুনিয়ার কতজন মানুষ মির্যা সাহেবের এই গ্রন্থকে গ্রহণ করেছে? সেই কয়জন ছাড়া সবাই কি তাহলে খানকির ছেলে! স্বয়ং মির্যা সাহেবের দুই সন্তান মির্যা ফজলে আহমদ এবং মির্যা সুলতান আহমদ তাঁকে প্রতারক মনে করত এবং তাকে অস্বীকার করে ইসলামের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। মির্যা সাহেবের দৃষ্টিতে তারাও তাহলে খানকির ছেলে?! আর তাদের মা অর্থাৎ মির্যা সাহেবের স্ত্রী তাহলে...(!) আহমদী বন্ধু! একটু ভাবুন তো এটা কোনো নবীর ভাষা হতে পারে?!

তিনি যাদেরকে এসব গালি-গালাজ করতেন তাদের অপরাধ একটাই। আর তা হল, তারা মির্যা সাহবের এ সকল মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কথায় বিশ্বাস করেননি। তারা বিবেককে হত্যা করে মির্যা সাহেবকে নবী হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। ঈমানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। এটাই হল তাদের অপরাধ।

নিজের কথা

কুরআন-সুন্নাহর নামে চালানো

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যখনই তার মনে কোন কথা জাগ্রত হত তিনি তা সহীহ হাদীসে আছে বা কুরআনে আছে বলে চালানোর চেষ্টা করতেন। অথচ তা হাদীস বা কুরআনের কোথাও নেই। এমন দৃষ্টান্ত মোটেও কম নয়। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি। কোন কাদিয়ানী ভাই আছেন কি? যিনি তার কথাগুলো কুরআন ও হাদীসের কোথায় আছে তা এনে আমাদেরকে দেখাবেন?

১. সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে মসীহে মওউদ শতাব্দির শুরুতে আসার কথা এবং সে চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হবে। *[রূহানী খাযায়েন ২১/৩৫৯]*

২. মসীহ আ. আসলে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে, ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। কুরআন ও হাদীসে এমন কথা আছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪০৪)*

৩. হাদীসে আছে, আগত মাসীহ জুলকারনাইন হবে। *[রূহানী খাযায়েন ২১/১১৮]*

৪. হাদীসে আছে, মসীহ ছয় হাজার সালে জন্ম নিবেন। *[রূহানী খাযায়েন ২২/২০৯]*

৫. একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যদেশের নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশেই নবী আগমন করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারতে একজন কাল রংয়ের নবী এসেছিলেন তার নাম কাহেন। *[রূহানী খাযায়েন ২৩/৩৮২]* [৬]

৬. যেহেতু সহীহ হাদীসে আছে, ইমাম মাহদীর কাছে একটি কিতাব থাকবে যার মধ্যে ৩১৩ জন সাথীর নাম থাকবে। সে ভবিষ্যতবাণী আজ পূরণ হল। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩২৪)*

৭. শত আওলিয়া নিজ ইলহাম দ্বারা সাক্ষ্য দিয়েছেন চতুর্দশ শতাব্দির مجدد হবেন মাসীহ আ.। সহীহ হাদীস ডেকে ডেকে বলছে, তিনি **১৩তম** শতাব্দির পরে প্রকাশ পাবেন। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৩৪০)*

আহমদী বন্ধুগণ! আসলে হাদীসের কোনো কিতাবের কোনো পাতায় এই ১, ২ থেকে ১৭ নাম্বার পর্যন্ত একটি কথারও কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের বারবার অনুরোধ রইল কাদিয়ানী বন্ধুগণ একটু দেখিয়ে দিবেন।

আবারও বলছি: আমরা মির্যা সাহেবের উপর আস্থা আনার জন্য ঐ সকল আওলিয়ার নাম ও সহীহ হাদীসগুলো জানতে চাচ্ছি। কোন আহমদী বন্ধু আছেন কি মির্যা সাহেবকে এ অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্য আওলিয়াদের বক্তব্য সম্বলিত বইগুলোর নাম ও হাদীসগুলোর উদ্ধৃতি

---

[৬] মির্যা সাহেব তাঁর মূল বইতে আরবী বাক্যটি এইভাবে লিখেছেন।

(রূহানী খাযায়েন ২৩/৩৮২) كَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيًّا أَسْوَدَ اللَّوْنِ اِسْمُهُ كَاهِنًا

মির্যা সাহেব এখানে আরবী ব্যাকরণগত তিনটি ভুল করেছেন যা আরবী ভাষার প্রাথমিক ছাত্রও জানেন। ১. "نبيًا" এখানে সঠিক হচ্ছে نبيٌ অর্থাৎ এখানে যবরের স্থানে পেশ (ـُ) হবে। ২. "أسودَ" এখানে সঠিক হচ্ছে "أسودُ" পেশ (ـُ) হবে। ৩. "كاهنًا" এখানে সঠিক হচ্ছে "كاهنٌ" পেশ (ـُ) হবে। আরবী ভাষার এমন প্রাথমিক জ্ঞান ছাড়া নবুওয়তের দাবী সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ তাঁর দাবি আমি আরবী ভাষার সমুদ্রে অবতরণ করেছি এবং অনেক গভীরে প্রবেশ করেছি। *(রুহানী খাযায়েন ১১/১৫৬)*

পেশ করে এই মহান খেদমতটি আঞ্জাম দিবেন? আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মির্যা সাহেব হাদীসের নামে এ সকল অবাস্তব কথা চালিয়ে আস্থাহীন হতে গেলেন কেন? আহমদী বন্ধুগণ একটু ভেবে দেখবেন!

তিনি আরও লিখেছেন–

৮. হাদীস শরীফে আছে, আদম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার বয়স ৭ হাজার বছর। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/২৪৫)*

৯. কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফসহ পূর্বেকার কিতাবে আছে যে, মাসীহের যুগে একটি গাড়ী আবিস্কৃত হবে যা আগুনের দ্বারা চলবে, সে গাড়ীটি হল রেল। *(রূহানী খাযায়েন ২০/২৫)*

অথচ কুরআনের কোথাও এমন কথা নেই। আহমদী বন্ধুগণ! একটু বলবেন, কোন সূরার কোন আয়াতে তা আছে? যা কুরআনের নামে এক অসত্য কথা।

এদিকে মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন, কুরআনের সঠিক জ্ঞান আমাকে দেয়া হয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪৫৪)*

১০. একটি হাদীসে আছে, শেষ যুগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আবার আসবেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৮৪, দ্র. টিকা)*

মির্যা সাহেবের বক্তব্য, যে শরীয়তের মধ্যে সামান্য বৃদ্ধি করল অথবা কমালো, অথবা সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্বাসকে অস্বীকার করল, তার উপর আল্লাহ, ফেরেস্তা ও সকল মানুষের লা'নত পড়বে। *(রূহানী খাযায়েন ১১/১৪৪)*

১১. মির্যা সাহেব লিখেছেন, পূর্বেকার নবীগণের কাশফ এই কথার উপর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, তিনি (মির্যা সাহেব) চতুর্দশ শতাব্দির শুরুতে জন্ম নিবেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৩৭১)*

উল্লেখ্য, রূহানী খাযায়েনের প্রথম এডিশনগুলোর মধ্যে "পূর্বেকার নবীগণ" (انبياء گزشته) এই কথাটি ছিল। পরের মুদ্রণগুলোতে তা কেটে "পূর্বেকার ওলীগণ" (اولياء گزشته) শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। আর এ পরিবর্তন করে কাদিয়ানী বন্ধুগণই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অসত্য কথা লিখেছেন। ফলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। অথচ মির্যা সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন, আমি যা বলি আল্লাহর পক্ষ থেকে বলি। তবে কি এই অসত্য কথাটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে? আর যদি

মেনে নিই যে, পূর্বেকার আওলিয়াগণ এ কথা নিশ্চিত করেই বলেছেন, তাহলে সেই আওলিয়া কারা? তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা কোথায় লেখা আছে? আর যদি কোথাও লেখা না থাকে তাহলে এটা আরেকটি জালিয়াতি নয় কি?

১২. মক্কা মদীনায় রেলের রাস্তা তৈরী হচ্ছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/১০৮, ১৭/৪৯)*

১৩. তিন বছরে মক্কা মদীনায় রেলের রাস্তা তৈরী হবে। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/১৯৫)*

১৪. "মসীহের সময় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।" এ সকল হাদীসসমূহে পরিস্কারভাবে ইংরেজ সরকারের প্রশংসা পাওয়া যায়। *(রূহানী খাযায়েন ১৫/১৪৫)*

মির্যা সাহেবের ইন্তিকালের সেই ৩ বছর কি এখনও শেষ হয়নি? উল্লেখ্য, তিনি ১৯০৮ খ্রি. ২৬ শে মে মারা যান।

এই হল মির্যা সাহেবের 'যা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন' তার নমুনা। এমন অবাস্তব ও স্ববিরোধী কথা বলা কোন নবীর পক্ষে কি কখনই সম্ভব?

১৫. "কুরআন শরীফে তিনটি শহরের নাম সম্মানের সাথে উল্লেখ আছে। মক্কা, মদীনা এবং কাদিয়ান।" *(রূহানী খাযায়েন ৩/১৪০, দ্র. টিকা)*

১৬. কুরআনের বক্তব্যানুযায়ী ধর্মযুদ্ধ হারাম। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/৭৫)*

*অথচ কুরআন বলছে: **"তোমাদের উপর লড়াই ফরয করা হয়েছে।" كتب عليكم القتال** (সূরা বাকারা ২১৬)*

১৭. ১৮৫৭ সালে কুরআন আসমানে উঠানো হবে বলে কুরআনে বক্তব্য আছে। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৯০, দ্র. টিকা)*

এমন কোন কথা কুরআনের কোথাও নাই। সংক্ষেপের জন্য এ কয়টি উল্লেখ করা হল। নতুবা এ তালিকা অনেক দীর্ঘ।

মির্যা সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর কোন ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে নেই। তার যখনই কোন কথা মনে আসত তখনই তা সহীহ হাদীস বা কুরআন মজীদে আছে বলে চালিয়ে দিতেন। উপরের উদাহরণগুলোই তার প্রমাণ। যা আহমদী ভাইদের চরমভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলছে। যে কারণে মির্যা সাহেবের লিখিত অনেক বক্তব্য তার লিখিত নতুন মুদ্রণে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। 'তিনি যাই বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন।' "আল্লাহ তা'আলা কখনও তাকে ভুল কথার উপর স্থায়ী হতে দেন না" সহ

বিবিধ দাবি করেছেন। তার থেকে এমন ভুল ও অবাস্তব কথা সত্যিই বিস্ময়কর। আহমদী বন্ধুগণ! একটু ভাববেন বলে আশা করি।

আসলে আমাদের সমাজের মানুষ মির্যা সাহেবের আসল কিতাবগুলো পড়ে না। যদি তারা পড়ত তাহলে প্রত্যেক পাঠকের কাছেই মির্যা সাহেবের এক কুৎসিত ভয়ানক ছবি ভেসে উঠত। আমাদের সাথে চলতে থাকুন, সেই ভয়ানক ছবি মির্যা সাহেবের বই থেকে আপনিই দেখতে পাবেন। আহমদী ভাইদের উচিৎ যোগ্যতা অর্জন করে বাংলা বাদ দিয়ে সরাসরি মির্যা সাহেবের বই পড়া। তাহলে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আর আহমদী ভাইদের জন্য মির্যা সাহেবের বই পড়া অপরিহার্য। কেননা, মির্যা সাহেব বলেছেন, আমাদের লোকদের (আহমদী ভাই) উচিৎ আমার বই কমপক্ষে তিন বার করে পড়া। নতুবা তার ঈমানের মধ্যে আমার সন্দেহ আছে। *(সীরাতে মাহদী ২/৭৮)*[৭]

তাই আসুন, সরাসরি তার বই থেকেই তাকে চিনুন। কারো বয়ান-বক্তৃতা আর অনুবাদের আশ্রয় না নিয়ে।

[৭] সীরাতে মাহদীর নতুন এডিশন থেকে এই কথাটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরাতন মুদ্রণে তা এখনও আছে। নতুন মুদ্রণে কথাটি পরিবর্তন করে এমন একটি কথা মির্যা সাহেবের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে যা মির্যা সাহেব বলেননি। দেখুন: সিরাতে মাহদী, মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ কৃত ১/৩৬৫ (নতুন এডিসন) চিত্র দেখুন, বক্ষ্যমাণ বইয়ের শেষে ৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

মির্যা সাহেবের পাণ্ডিত্য

মির্যা সাহেব অসংখ্যবার দাবি করেছেন যে, তিনি সবচেয়ে বড় আলিম ও পণ্ডিত। তাঁর মত প্রজ্ঞা আর কাউকে দেয়া হয়নি। যেমন তিনি বলেন : "যে আল্লাহর হাতে আমার জান তিনি কুরআনের গভীর জ্ঞান সুক্ষ্ম বিষয়ের পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে সকলের উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।" *(রূহানী খাযায়েন ১২/৪১)*

অন্যত্র বলেন: তুমি আমার (আল্লাহ তা'আলা) চোখের সামনে, তোমার নাম আমি মুতাওয়াক্কিল রেখেছি। আর তোমাকে আমার পক্ষ থেকে ইলম দান করেছি। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৭৬)*

মির্যা সাহেবের এই বক্তব্যের সাথে সাথে নিচের বক্তব্য লক্ষ করুন, নিজের বাচ্চার জন্মের ব্যাপারে লিখেছেন, যেহেতু সে চতুর্থ সন্তান তাই ইসলামী চতুর্থ মাস সফরে জন্ম নিয়েছে। আর সপ্তাহের চতুর্থ দিন অর্থাৎ বুধবার জন্ম নিয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৫/২১৮)*

আহমদী বন্ধু! যার ইলম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসে, যাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ইলম দান করেছেন, তিনি সফর যা হিজরী সনানুযায়ী দ্বিতীয় মাস আর সপ্তাহের চতুর্থ দিন যে মঙ্গলবার এই সহজ বিষয়টি তাঁর জানা থাকবে না! বিষয়টি আসলেই বিস্ময়কর! এ বিষয়টিতে আমাদের মক্তবের বাচ্চারাও সঠিক জবাব দিতে সক্ষম। অথচ এই বাচ্চার কাছে কোন ওহী আসে না। তাহলে তার ঐ কথার বাস্তবতা নিয়ে আবার চিন্তার প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলের উপর স্থির হতে দেন না। *(রূহানী খাযায়েন ৮/২৭২)*

তিনি আরও লিখেছেন : আর নবী সর্বদা আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে। *(মালফুজাত ১/২৩৯)*

সামনে আরও দেখুন, তিনি লিখেছেন, ঐতিহাসিকগণ জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ঘরে এগারজন পুত্র জন্মেছিল। যারা সকলেই মারা গিয়েছিল। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/২৯৯)*

এই হল মির্যা সাহেবের ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের অবস্থা! আর তিনি নাকি সর্বদা আল্লাহর সাথে কথা বলেন? অপরদিকে

আমরা সকলেই জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাত্র তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। ১. কাসিম ২. আবদুল্লাহ ৩. ইব্রাহীম।[৮]

মির্যা সাহেবের বক্তব্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন ইয়াতীম সন্তান ছিলেন, যার জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/৪৬৫)*

আমাদের সমাজের শিশু শ্রেণীর একটি বাচ্চাও জানে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্মের পূর্বেই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মির্যা সাহেব সর্বদা আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য (!) অর্জন করা সত্ত্বেও এমন প্রাথমিক বিষয় তার জানা ছিল না। বিষয়টি আসলেই অবাক করার মত। তিনি আরও বলেন, আমি যমীনের কথা বলি না। আমি ঐ কথাই বলি যা আল্লাহ তা'আলা আমার মুখে ঢেলে দেন। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/৪৮৫)*

এখন যদি মির্যা সাহেবকে সত্যবাদী বলতে হয় তাহলে বলতে হবে নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ কি তাহলে ...

মির্যা সাহেবের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে যদি আমরা ইমাম মাহদী বা মসীহ মেনে নেই তাহলে শালীনতা, উত্তম ভাষা ও আচার-ব্যবহার, চারিত্রিক উন্নতি, ভদ্রতার জন্য তাকে নযীরবিহীন আদর্শ ও নমুনা মানতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, তাঁর কথা ও বক্তব্য এমন অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন ছিল, যা পরিবারের সকলকে নিয়ে তো দূরের কথা নিজে একাকী

[৮] রাসূল সা. -এর স্ত্রী খাদীজা রা. থেকে কাসিম ও আব্দুল্লাহ নামে দুই পুত্র সন্তান জন্ম নেয় এবং মারিয়া রা. থেকে ইব্রাহীম জন্ম নেয়। সকলেই বাচ্চা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। আর তায়্যেব ও তাহের আব্দুল্লাহর উপাধি। তারা বাস্তবে কোন সন্তান নন। এই হল সর্বমোট রাসূল সা. -এর তিন পুত্রসন্তান। *(যাদুল মাআদ, ইবনুল কায়্যিমকৃত فصل في أولاده صلى الله عليه و سلم (রাসূল সা. এর সন্তানাদির পরিচ্ছেদ)*

পড়তে গেলেও সংকোচবোধ হয় এবং লজ্জায় দৃষ্টি অবনত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, পরমেশ্বর নাভীর দশ আঙ্গুল নিচে। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/১১৪)* এর পরই হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অশ্লীল বই-পুস্তক লেখা শুরু করেছিল। "রঙ্গিলা রাসূল" সেই ধারাবাহিকতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিরুদ্ধে লেখা কুরুচিপূর্ণ একটি বই। যা তখনকার সময় ব্যাপক ক্ষোভ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। মহান আল্লাহ তা'আলা মূর্তিপূজা সহ অসংখ্য ইসলামবিরোধী কাজের নিন্দা করে কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু কোন কুরুচিপূর্ণ কথা বলেছেন, এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। কারণ, আসমানী ওহীর মধ্যে কখনও অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ কথা থাকে না। আর যদি থাকে তাহলে তা ওহী নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর ইবাদত করে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারাও না জেনে আল্লাহকে গালি দিবে"**। *(সূরা আনআম: ১০৮)*

মির্যা সাহেব অন্যত্র বলেন, দূর্ভাগ্যজনকভাবে তার (আব্দুল হক গযনভীর) দাবি ভুল প্রমানিত হয়েছে (যে কারণে) তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি ইঁদুরও জন্ম নেয়নি। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩১৭)*

তিনি হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বলেন, তিনি একজন মহিলার পেটে নয় মাস বাচ্চা অবস্থায় ছিলেন এবং হায়েযের রক্ত খেতেন এবং মানুষের মতই একটি দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা পথ দিয়ে জন্ম নেন। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ক্রুশে দেয়া হয়। *(রূহানী খাযায়েন ১০/২৬৫)*

তিনি মাওলানা হুসাইন বাটালবী সম্পর্কে বলেন, সে মিথ্যুক, অহংকারী, পথভ্রষ্টদের নেতা, মূর্খ, অপদার্থদের শায়খ, বিবেকের শত্রু। (কয়েকটি বক্তব্যের সংক্ষিপ্তরূপ)। *(রূহানী খাযায়েন ১১/২৪১)*

মাওলানা সা'দুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, ইতর শ্রেণীর মধ্যে একজন পাপাচার ব্যক্তিকে দেখছি, যে অভিশপ্ত শয়তান। নির্বোধদের বীর্য, অশালীন উক্তিকারী খবীস। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, মিথ্যাকে সত্য বলে

উপস্থাপনকারী, দুর্ভাগা, যার নাম মূর্খরা সা'দুল্লাহ রেখেছে। *(তাতিম্মা হাকিকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২/৪৪৫-৪৪৬)*

সংক্ষেপে আমরা এখানে মির্যা সাহেবের অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ কথার সামান্য একটি তালিকা দিয়েছি। নতুবা মির্যা সাহেবের কুরুচিপূর্ণ কথার তালিকা এত দীর্ঘ যে, এ বিষয়ে আলাদা একটি বই হতে পারে। এদিকে আবার মির্যা সাহেব বলেন, কোন খারাপ কথা মুখে আনা আমার স্বভাব পরিপন্থি। *(রূহানী খাযায়েন ৪/৩২০)* তাকে না কি আল্লাহ তা'আলা সুন্দর চরিত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪২৬)*

মির্যা সাহেবের গালিগালাজ

মানুষকে গালিগালাজের যে লম্বা তালিকা মির্যা সাহেব তার বই- পুস্তকে লিখে গেছেন তা সত্যিই একজন ভদ্র মানুষের ক্ষেত্রে ভাবা কঠিন। কোন নবী বা মসীহের জন্য তা কল্পনাও করা যায় না। নমুনা স্বরূপ আরো কয়েকটি দেখুন :

* খানকীর ছেলে। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৫৪৮)*
* মিথ্যার গু খাদক। *(রূহানী খাযায়েন১১/৩৩৪)*
* কুত্তা। *(রূহানী খাযায়েন ১২/১২৮)*
* হিন্দুর বাচ্চা। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৫৯)*
* শুয়োর। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩৩৭)*
* বেশ্যার বংশ। *(রূহানী খাযায়েন ৮/১৬৩)*
* হে মরা খাওয়া মওলবী। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩০৫)*
* আঁধারের কীট। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩০৫)*
* হে নাপাক দাজ্জাল। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩৩০)*
* হে পেঁচা। *(রূহানী খাযায়েন ২১/৩৩২)*
* নাপাক মোল্লারা। *(রূহানী খাযায়েন ১৪/৪১৩)*
* নিকৃষ্ট নাপাক। *(রূহানী খাযায়েন ১৪/৪১৩)*
* হারামযাদাহ। *(রূহানী খাযায়েন ৯/৩১)*
* শুকরের চেয়ে বেশি নাপাক। *(রূহানী খাযায়েন১১/৩০৫)*
* খান্নাস। *(রূহানী খাযায়েন ১১/১৭, দ্র. টিকা)*

* দুনিয়ার কীট। *(রূহানী খাযায়েন ২১/৩১১)*
* তাদের উপর হাজার লা'নত। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩৩০)*
* বিশ্বাসঘাতক। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/১৯০)* [৯]

এ হচ্ছে মির্যা সাহেবের বই-পুস্তকের বিষয়বস্তু যা পাঠ করলে এক বিদঘুটে চিত্র ফুটে উঠে। আর এজন্যই আমরা বারবার বলি, অনুবাদ বাদ দিয়ে মির্যা সাহেবের আসল বইগুলো পড়তে হবে। এ কারণেই তাঁর রচনাবলি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্থান পায়নি।

প্রিয় আহমদী ভাই! আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ শুনলেন কেউ কাউকে বলছে খানকীর ছেলে, মাগীর ছেলে, কুত্তা, শুয়োর। শোনা মাত্রই আপনার কাছে কারণ বিশ্লেষণের পূর্বেই মনে হবে লোকটি অসভ্য, অভদ্র। আর যদি জানা যায় গালিদাতা কোন মসজিদের ইমাম, তাহলে কি আপনি তার পিছনে নামায পড়বেন? আর যদি তিনি নবী বলে দাবি করেন, তাহলে আপনি এই অশ্লীল গালিদাতার উম্মত হতে প্রস্তুত? জায়গার সংকট, নতুবা তাঁর এসব গালির এক দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করতাম, আর আপনি ভাবতেন, এ কোন বিচিত্র নবী ও মুজাদ্দিদ আর ইমাম মাহদী!!

এরই সাথে লক্ষ্য করুন, মির্যা সাহেবের বক্তব্য, বাথরুমের নাপাক যার অন্তরে আছে সেই মুখ খারাপ করে। সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। *(রূহানী খাযায়েন ২০/৪৫৮)*

তাহলে তার অন্তরে কি আছে বলে প্রমাণ করলেন। তার উন্নত আখলাকের নমুনা হল, তিনি একজনকে লা'নত করবেন- তা করতে যেয়ে

---

[৯] এই গালিগুলোর অধিকাংশই মির্যা সাহেব আলেম-উলামাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়েছেন। তার সমকালীন সময়ে ইলমে দ্বীনের আলোচিত খাদেম, উম্মতের আস্থাভাজন কোন আলেমই মির্যা সাহেবের এ কুরুচিপূর্ণ গালি থেকে বাঁচতে পারেনি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মির্যা সাহেব বৃটিশের মত জালিম স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোথাও কোন কথা বলেছেন বা গালি দিয়েছেন তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তিনি নিজেই বলেন, আমার কথার মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কখনও কোন বক্তব্য থাকবে না। আমরা এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা আমরা তার কাছে আরাম ও শান্তি পাই। (রুহানী খাযায়েন ২৩/৪৮৪) আমার শিরা-উপশিরায় বৃটিশ সরকারের কৃতজ্ঞতা বহমান। *(রূহানী খাযায়েন ৬/৩৭৮)*, বৃটিশ সরকার তোমাদের জন্য রহমত ও বরকত। *(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ২/৭০৯)* এভাবে বৃটিশের সাথে মিলেমিশে উলামাদেরকে গালি দিয়েছেন।

তিনি লা'নত নং ১, লা'নত নং ২, লা'নত নং ৩ এই ভাবে লিখতে লিখতে ১০০০ লা'নত লিখেছেন। *(রূহানী খাযায়েন ৮/১৫৮)* [১০]

এই হল তার সর্বোত্তম আখলাকের নমুনা। আবার তিনিই বলেছেন, লা'নত করা সিদ্দীকদের কাজ নয়। মুমিন লা'নতকারী হয় না। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৫৬)*

তাহলে কি লা'নত করা সিদ্দীকদেরও উপরের স্তরের লোক অর্থাৎ নবীদের কাজ? যা করে তিনি নবীদের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন!

মির্যা সাহেব ও তাঁর পুত্রের চারিত্রিক স্খলন

মির্যা কাদিয়ানী ও তার পুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদের চরিত্রহীন রঙ্গিন জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কাদিয়ানীদেরই বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাতে পাওয়া যায়।

নমুনা স্বরূপ : কাদিয়ানীদের পত্রিকা আল-ফযলে ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮ সালের সংখ্যায় এক কাদিয়ানীর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, হযরত মসীহে মওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) অলীউল্লাহ (আল্লাহর ওলী) ছিল। আর (এই) আল্লাহর ওলী কখনও কখনও যিনা-ব্যভিচার করতেন। যদি তিনি কখনও তা করেন তাতে অসুবিধার কী আছে? মসীহে মওউদের (মির্যা) উপর আমাদের কোন অভিযোগ নেই। কেননা তিনি কদাচিৎ ব্যভিচার করেন। আমাদের আপত্তি হচ্ছে, বর্তমান খলীফা (মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ) কে নিয়ে, যিনি সর্বদা যিনা করেন। [১১] উল্লেখ্য, আল-ফযল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিজস্ব উর্দূ পত্রিকা।

মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের বাসায় মুসাম্মত ভানু নামে এক মহিলা কাজ করত, তাকে দিয়ে রাতে পা টিপাতেন। *(সীরাতুল মাহদী ১/৭২২ মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. কৃত)*

মির্যা কাদিয়ানী বলেন, সিনেমা দেখতে একবার আমিও গিয়েছিলাম। *(যিকরে হাবীব ১৮ মুফতী সাদেক কৃত)*

---

[১০] *রূহানী খাযায়েন ৮/১৫৮*, তাঁর লেখা মূল বইয়ের সে হাজার লা'নতের চিত্র এই বইয়ের শেষে দেখুন। পৃ: ৬৩-৬৮। আর এটাই হচ্ছে সকলের প্রতি কাদিয়ানীদের ভালোবাসার নমুনা।

[১১] উদ্ধৃতির মূল কপি আমার (লেখক) কাছে সংরক্ষিত আছে। চিত্রে দেখুন এই বইয়ের ৬৯ নং পৃষ্ঠা।

উল্লেখ্য মুফতী সাদেক সাহেব মির্যা সাহেবের একান্ত খাস ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিল, গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেছেন। আর বশীর আহমদ এম. এ তারই পুত্র এবং তার জীবনী সঙ্কলনকারী।

মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ একবার পাকিস্তানের সাবেক বিদেশ মন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ কাদিয়ানীর সাথে ইউরোপ সফরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে স্যার জাফরুল্লাহ সাহেবকে যা বলেছিল- তা নিম্নে দেখুন:

যখন আমি (মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের পুত্র মির্যা বশীর, দ্বিতীয় খলীফা) বৃটেনে গেলাম তখন বিশেষ করে ইচ্ছা ছিল ইউরোপিয়ান সমাজের বিচ্যুতিগুলো দেখব। কিন্তু ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সে সুযোগ হয়নি। ফেরার সময় আমরা যখন ফ্রান্স গেলাম তখন চৌধুরী জাফরুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আমাকে এমন একটি জায়গা দেখান, যেখানে ইউরোপিয়ান সমাজকে উলঙ্গ দেখা যাবে। সেও ফ্রান্স সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারপর সে আমাকে এক সিনেমা হলে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে সে বললো, এটা সমাজের উঁচু শ্রেণীর বাস। এটা দেখে আপনি তাদের অবস্থা অনুমান করতে পারবেন। আমার দৃষ্টি দূর্বল হওয়ায় আমি দূরের বস্তু দেখতে পাই না। (তারপর কাছে গেলাম) গিয়ে দেখি, অসংখ্য মহিলা বসা ছিল। আমি বললাম, তারা কি উলঙ্গ? তিনি বললেন, উলঙ্গ না, কাপড় পরা। কিন্তু তারপরও উলঙ্গ মনে হল। আচ্ছা! ঐটাও তাহলে পোষাক! সন্ধ্যার দাওয়াতেও তারা গাউন পরে, এটাকেও পোষাক বলা হয়। কিন্তু শরীরের সকল অঙ্গই তাতে দেখা যায়। [১২]

মির্যা মাহমুদ সাহেব তাদের কন্যা ও স্ত্রীদেরকে অন্যদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এমনিভাবে কোন দর্শনীয় স্থানে একত্রিত হতে দিবেন? একজন প্রকৃত মুসলমান এসব দৃশ্য দেখার জন্য ঘুড়ে বেড়াবে, না নযরে পড়লে ইস্তিগফার করবে? আর সিনেমা দেখা কি এই বংশের কোন বংশীয় ঐতিহ্য? একটু ভাবার অনুরোধ রইল।

---

[১২] *(মির্যা বশীর সাহেবের ভাষণ, দৈনিক ফযল ২৪-১-১৯৩৪, কাদিয়ানের দারুল আমান থেকে প্রকাশিত।) পত্রিকাটির কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।– লেখক।*

মূল চিত্র দেখুন বইয়ের শেষে ৭০ পৃষ্ঠায়।

মির্যা সাহেবের বিচিত্র ও অবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী

মির্যা সাহেব তার জীবনে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং লিখেছেন। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তার বক্তব্য সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে আমাদের বড় কোন মানদণ্ড নেই। *(রূহানী খাযায়েন ৫/২৮৮)*

এবার দেখুন, মির্যা সাহেব তার লেখালেখিতে কত উদ্ভট ও অবাস্তব সব ভবিষ্যত বাণী লিখেছেন, যা পাঠককে হাসির খোরাক যোগায়। যেমন:

ভবিষ্যদ্বাণী ১:

আমি মক্কা বা মদীনায় মৃত্যুবরণ করব। *(তাযকেরাহ ৫০৩, ৪র্থ এডিসন)*

কাদিয়ানীরা মির্যা সাহেবের মৃত্যু লাহোরে হতে দেখে এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে এক নতুন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিল। তারা বললো, এর অর্থ মক্কা অথবা মদীনার উপর বিজয় অর্জন করা। প্রশ্ন হচ্ছে- মৃত্যুর অর্থ বিজয় কি কোন অভিধানে লেখা আছে? যদি তাই হয়, তাহলে কেউ যদি বলে, বাংলাদেশের সকল আহমদীর ঢাকায় মৃত্যু হোক। তাতে ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা নয়। কারণ, এতে বিজয়ের জন্য দুআ করা হয়েছে। যাতে ঢাকার উপর আপনাদের বিজয় অর্জন হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী ২:

আনুমানিক ১৮ বছরের কাছাকাছি সময় পার হয়েছে। কোন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে "এশাআতুস সুন্নার" সম্পাদক মৌলভী হুসাইন বাটালভীর বাসায় যাওয়ার সুযোগ হয়। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আজকাল কোন ইলহাম আসছে? আমি তাকে এই ইলহাম শুনালাম, যা আমি শুভাকাঙ্খিদের শুনিয়ে থাকি। তা হল بكروثيب সকলের কাছে আমি যার অর্থ প্রচার করি যে, আমার দুইজন মহিলার সাথে বিবাহ হবে। যার প্রথমজন বাকেরা তথা কুমারী আর দ্বিতীয়জন সায়্যিবা তথা বিধবা। কুমারী নারীর সাথে বিবাহের ইলহাম বাস্তবায়িত হয়ে গেছে এবং আল্লাহর

অনুগ্রহে তার থেকে চার সন্তান জন্ম নিয়েছে। আর বিধবার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায়। *(রূহানী খাযায়েন ১৫/২০১)*

বিস্ময়ের বিষয়, মির্যা সাহেবের আদৌ কোন বিধবা নারীর সাথে বিবাহ হয়নি। ফলে এটাকে মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কি বলার আছে? জালালুদ্দীন সামস্ এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে বলেছে, এটা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর তাহল কুমারী হয়ে আসবে আর বিধবা হয়ে থেকে যাবে। *(তাযকেরাহ : মাজমূআয়ে ইলহামাত, ৩১)*

আশ্চর্যের বিষয়, মির্যা সাহেব বললেন, দুইজন নারীর সাথে বিবাহ হবে। যার একজন কুমারী অন্যজন বিধবা। আর কাদিয়ানী বন্ধু বলছেন, একই নারী, সেই প্রথমে কুমারী পরে বিধবা হবে। এই হল মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী। যার সমন্বয় দেখাতে যেয়ে মানুষকে বোকা বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। এর মূল কারণ হল, মির্যা সাহেবের আসল বই না পড়া এবং এগুলোর মাঝে কী আছে?- তা না জানা। আহমদী বন্ধুগণকে এই ভাবেই মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ও মিথ্যা ইলহামগুলোকে বাস্তব করে দেখানো হয়। কিন্তু মানুষ কি সারা জীবন বোকা থাকে? না, তা থাকতে পারে না। এক সময় কলম ধরতে বাধ্য হয়। সেই তাড়া থেকেই আমি আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

ভবিষ্যদ্বাণী ৩ : মুহাম্মদী বেগমের ঘটনা :

মির্যা কাদিয়ানীর একজন আত্মীয় ছিল। তার নাম আহমদ বেগ। তার অল্পবয়স্ক এক সুশ্রী কন্যা ছিল। তার নাম মুহাম্মদী বেগম। মির্যা আহমদ বেগ একবার বিপদে পড়ে একটি জমির হেবা সংক্রান্ত কাগজে সাক্ষর নিতে মির্যা কাদিয়ানীর কাছে গেল। তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেননি। মির্যা সাহেব আহমদ বেগকে বললেন, সাক্ষর এই শর্তে দিতে পারি, যদি তোমার কন্যা মুহাম্মদী বেগমকে আমার সাথে বিয়ে দাও। মির্যা সাহেব এই বিষয়ে তার উপর নাযিল হওয়া কথিত অহীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরছি:

"আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অহী নাযিল করেছেন যে, আহমদ বেগের বড় কন্যা মুহাম্মদী বেগমকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে। যাতে সে

তোমাকে জামাতা হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং তোমার নূর থেকে জ্যোতি অর্জন করে। আর আমাকে ঐ জমি হেবা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যার তোমরা প্রত্যাশী। বরং আরো অনেক জমিসহ অন্যান্য অনুগ্রহও করা হবে। শর্ত হল অঙ্গিকার। তুমি মেনে নিলে আমিও মেনে নিব। আর যদি তুমি কবুল না কর তাহলে সতর্ক হয়ে যাও। আল্লাহ আমাকে বলেছেন, যদি (মির্যা সাহেব ছাড়া) অন্য কারোর সাথে এই মেয়ের বিবাহ হয় তাহলে তার জন্যও কল্যাণ নেই, তোমার জন্যও নেই। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৫৭২-৭৩)*[১৩]

বিবাহের এই প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আহমদ বেগ তার কন্যাকে সুলতান মুহাম্মদ নামে এক যুবকের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়। আর মির্যা সাহেবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মির্যা সাহেব তাতে ক্ষান্ত হননি বরং তিনি বিজ্ঞপ্তি ছেপে বিলি করা সহ চিঠিপত্র লিখে, বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মুহাম্মদী বেগমকে পাওয়ার বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এ সকল বাসনা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ হতে দেননি। বরং মুহাম্মদী বেগম আজীবন সেই সুলতান মুহাম্মদের স্ত্রী হিসাবে জীবনযাপন করেছেন। এখানেও মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে।

মির্যা সাহেব তার বই 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' এর মাঝে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বিস্তারিতভাবে কি শব্দে লিখেছেন, দেখুন:

তিনি বলেন: আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি নয় বরং ছয়টি দাবি আছে।

১. মুহাম্মদী বেগমকে বিবাহ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব।
২. বিবাহ পর্যন্ত ঐ মেয়েটির (মুহাম্মদী বেগম) বাবা জীবিত থাকবে।
৩. বিবাহের পর ঐ মেয়েটির বাবার তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করার ইলহাম।
৪. তার স্বামী আড়াই বছরের আগে মারা যাবে।
৫. আমার বিবাহ পর্যন্ত সেই মেয়েটি জীবিত থাকবে।

[১৩] তার মূল বইয়ের ফটো বইটির শেষে দেখুন, পৃ: ৭৫-৭৬।

৬. তার আত্মীয়দের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বিধবা হওয়ার সব প্রথা ভঙ্গ করে আমার সাথে তার বিবাহ হবে। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৩২৫)*

মির্যা সাহেবের এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ছয়টির একটিও সত্য হয়নি। মির্যা সাহেবের কথা অনুযায়ী যে স্বামীর আড়াই বছর জীবিত থাকার কথা, সে মির্যা সাহেবের মৃত্যুর পরও চল্লিশ বছর জীবিত ছিল। ১৯৪৮ সালে তার মৃত্যু হয়। আর মুহাম্মদী বেগম ১৯৬৬ সালের ১৯ নভেম্বর লাহোরে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দান করেছেন। ফলে, এই মহিলার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মির্যা সাহেবের মিথ্যা ও অসত্য অহীর জীবন্ত সাক্ষী। **আহমদী বন্ধুগণ! একটু ভাববেন? ভাল হবে।**

মির্যা কাদিয়ানী সাহেব ২৬ মে ১৯০৮ সালে লাহোরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। পূর্বের ন্যায় এখানেও কাদিয়ানী বন্ধুগণ কিছু উদ্ভট ও হাস্যকর বক্তব্য হাজির করে ফেলেছে। যেমন, তারা বলেছে যে, আসলে সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার বিবাহ জান্নাতে হবে। প্রশ্ন করা হল, মুহাম্মদী বেগম তো মির্যার উপর ঈমান আনেনি। ফলে কাদিয়ানীদের বিশ্বাসানুযায়ী সে জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাহলে কি তার সাথে মির্যা সাহেবের বিয়ে জাহান্নামে হবে?

আহমদী বন্ধু! এর আর কোনো জবাব কাদিয়ানীদের কাছে নাই। কেবলই এটা বলা ছাড়া যে, এই বিবাহ সংক্রান্ত তার সকল ইলহাম মিথ্যা ও মনগড়া ছিল। যদি সত্যিই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হত তাহলে অবশ্যই বাস্তবায়িত হত।

এই হচ্ছে মির্যা সাহেবের অসত্য কাল্পনিক ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। নতুবা এ তালিকাও অনেক দীর্ঘ। পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানেই থামতে হচ্ছে। আহমদী বন্ধুগণকে মির্যা সাহেবের একটি বাণী শুনিয়ে এ পর্ব শেষ করছি। তিনি বলেন,

পরিষ্কার হওয়া দরকার, আমাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে আমাদের বড় কোন মানদণ্ড নাই। *(রূহানী খাযায়েন ৫/২৮৮)*

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর রুচিহীন বক্তব্য

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব মহান আল্লাহ, রাসূল সা., কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কেরামসহ ইসলামের সকল সম্মানিত প্রতীকগুলোর মর্যাদার টুঁটি যেভাবে চেপে ধরেছেন, সত্যিই তা কোন সভ্য-ভদ্র মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব। তিনি তার কলমকে এ সকল প্রতীকের ব্যাপারে যেভাবে তাড়িয়ে ফিরিয়েছেন তা কোন দুশমন বা চরম অশ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব। নিম্নে মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তার অবমাননাকর বক্তব্যের কিছু নমুনা তুলে ধরছি:

১. ঐ আল্লাহ যার আয়ত্তে ছোট থেকে ছোট বস্তু, তার থেকে মানুষ কোথায় পালাবে? তিনি বলেন, আমি (আল্লাহ) চোরের মত গোপনে আসব। *(রূহানী খাযায়েন ২০/৩৯৬)*

মহান আল্লাহকে চোরের সাথে তুলনা করে কাদিয়ানী সাহেব কোন মর্যাদা রক্ষা করতে গেলেন। গোপনে আসা কি চোর ছাড়া আর কোন উপমা দিয়ে বুঝানো যেত না? আহমদী বন্ধু! আমি যদি আপনাকে বলি আপনি চোরের মত আসলেন কেন? আপনি তাতে সম্মান বোধ করবেন, না অসম্মান বোধ করবেন? আপনার অন্তরে কারোর ব্যাপারে অসামান্য শ্রদ্ধা থাকলে তাকে কি চোরের সাথে তুলনা করা আদৌ আপনার জন্য সম্ভব? মির্যা সাহেব কি করে আল্লাহর ব্যাপারে এতটুকু অনুভূতিশূন্য হয়ে গেলেন?

২. আল্লাহ তাআলা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২২৭।*[১৪]

৩. একবার আমার ইলহাম হল, আল্লাহ নিজের ওয়াদা মত কাদিয়ানে অবতীর্ণ হবেন । *(তাযকেরাহ পৃ: ৩৫৮, ৪র্থ এডিসন)*

৪. সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে নিজ রাসূল পাঠালেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২৩১)*

৫. স্বপ্নে দেখলাম, আমি খোদা এবং বিশ্বাস করলাম আসলেই তাই। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৫৬৪)*

---

[১৪] আল্লাহ বায়আত করার মূল বক্তব্যটি চিত্রে দেখুন এই বইয়ের শেষে, ৭৪ পৃষ্ঠায়।

৬. কাশফে দেখলাম, আমি খোদা এবং তাই বিশ্বাস করলাম। *(রূহানী খাযায়েন ১৩/১০৩)*

৭. আমাকে বলা হল: তুমি যে কাজের ইচ্ছা কর তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। *(রূহানী খাযায়েন ২২/১০৮)*

৮. এবং কিছু নবীর বইতে আমার ব্যাপারে রূপকার্থে ফেরেশতা শব্দ এসেছে। দানিয়েল নবী তার কিতাবে আমার নাম মিকাইল রেখেছেন। আর ইব্রানী ভাষায় মিকাইল অর্থ খোদার মত। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪১৩)*

কাদিয়ানী ভাইরা বলবেন কি, সেই নবীদের বইগুলোর নাম ও পৃষ্টা নং কত? মির্যা সাহেবকে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্ধৃতিগুলো প্রকাশ করা কাদিয়ানীদের জন্য জরুরী। মিকাইলের প্রকৃত অর্থ 'আল্লাহর বান্দা'। এখানে "আল্লাহর মত" বলে মির্যা সাহেব ভুল করেছেন। যেমন তিনি সফরকে চতুর্থ মাস বলে ভুল করেছেন। (রূহানী খাযায়েন ১৫/২১৮)

৯. আমি (আল্লাহ) তোমাকে একজন ছেলের সংবাদ দিচ্ছি, যার সাথে খোদা প্রকাশ হবে। কেমন যেন আসমান থেকে খোদা অবতীর্ণ হবে। *(রূহানী খাযায়েন ২২/৯৮-৯৯)*

১০. হযরত মসীহ মওউদ আ. (মির্যা কাদিয়ানী) একবার নিজের অবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, কাশফের অবস্থা এভাবে চেপে বসল যে, নিজেকে মহিলা মনে হল। আর আল্লাহ তা'আলা পৌরুষত্বের শক্তি আমার উপর প্রকাশ করছে।[১৫] জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ঠ। *(ইসলামী কুরবানী ট্রাক্ট নং ৩৪)* (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এত জঘন্য ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করতে কোনো কাফের-মুশরিকও সাহস করে না। এইভাবে মির্যা সাহেব মহান আল্লাহ

---

[১৫]. অর্থাৎ আল্লাহ তার সাথে যৌন কর্ম .....। স্ত্রী, সন্তান গ্রহণ করা, যৌন ক্রিয়াতে লিপ্ত হওয়া এগুলো মহান আল্লাহর জন্য অত্যন্ত অমর্যাদাকর ও অবমাননাকর কাজ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এগুলো হতে আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। যে কারণে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের জঘন্য কথার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। যেমন, সূরা জীন, আয়াত নং ৩।

এর মূল কপির চিত্র শেষে ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

তা'আলা সম্পর্কে অসংখ্য অবমাননাকর বক্তব্য লিখে গেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আসক্তি প্রকাশের এ কোন কৌশল যে, নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে আল্লাহর মর্যাদাহানী করা?! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আল্লাহর প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে মির্যা সাহেবের ন্যায় এমন কোন বক্তব্য কি দেখাতে পারবেন? যার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আকর্ষণীয় প্রাচীরে কোন কালো দাগ পড়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাঁদের রুচিহীন বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ব্যাপারে তার অবমাননাকর বক্তব্যের অবস্থা আরও কুৎসিত জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ। যা নবীপ্রেমিক সকল মুসলমানের কলিজায় রক্তক্ষরণ ঘটায়। তিনি বলেছেন :

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দ্বারা দ্বীন প্রচারের কাজ পরিপূর্ণভাবে হয়নি। তিনি পূর্ণ প্রচার করেননি। আমি পূর্ণ করেছি। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/২৬৩, দ্র. টিকা)*[১৬] (আল্লাহর আশ্রয় চাই)।

২. যিল্লি (ছায়া) নবুওয়াত মসীহ মওউদের (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) পা'কে পিছনে সরায়নি। বরং সামনে বাড়িয়েছে এবং এত সামনে বাড়িয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাঁধ বরাবর এনে দাঁড় করিয়েছে। *(কালিমাতুল ফসল ১১৩)*

৩. তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নামের তেজোদ্দীপ্ত কিরণ প্রকাশের সময় নেই। অর্থাৎ তাঁর দাপুটে রং -এর কোন খেদমত বাকী নাই। সে তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দাপট প্রকাশ করেছে। এখন আর সূর্যের কিরণ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর

[১৬] ইসলাম কি তাহলে রহিত হয়ে যাবে?

দ্বীন) সহ্য হচ্ছে না। এখন (সূর্য ডুবার পর এবং) পূর্ণিমার রাতের শীতল ও কোমল আলোর প্রয়োজন। যা আহমদের রং (কাদিয়ানী ধর্মমতের রং-এ) আমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪৪৫)*[১৭]

৪. এটা একটি সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী কথা যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই (আধ্যাত্মিকতার পথে) উন্নতি করতে পারে এবং উচ্চাসনে সমাসীন হতে পারে। এমনকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও সামনে বেড়ে যেতে পারে। *(আল-ফযল ১৭-৭-১৯২২)*[১৮] নাউযুবিল্লাহ।

৫. আমার আলামত দশ লক্ষ। *(রূহানী খাযায়েন ২১/৭২)*

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মু'জিযা তিন হাজার। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/১৫৩)*

৭. "অযথা বিভ্রান্তি" নামক বইতে কাদিয়ানী বন্ধুগণ এই জঘন্য বেয়াদবির একটি জবাব দিয়েছেন। তা হল, আলামত আর মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনা) এক নয়। অথচ মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন আলামত, মু'জিযা, কারামত ও খরকে আদত (অসাধারণ ঘটনা) সবই এক। *(রূহানী খাযায়েন ২১/৬৩)* তাই মির্যা সাহেবের বই না পড়ে জবাব দিলে এভাবে লজ্জা পেতে হবে।

৮. এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, নবুওয়াতের দরজা খোলা। *(হাকীকতুন্নবুওয়াহ ২২৮, মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ কৃত)*

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহবীগণ খ্রিস্টানদের হাতের পনীর খেত। আর প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাতে শুকরের চর্বি ছিল। *(আল ফযল ২২-২-১৯২৪)*

১০. মুহাম্মদ পুনরায় আগমন করেছেন আমাদের মধ্যে। এবং পূর্বের থেকেও নিজ মর্যাদায় আরও বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছেন। যে পূর্ণাঙ্গ মুহাম্মদকে দেখতে চাও সে কাদিয়ানে গোলাম আহমদকে

---

[১৮] বক্তব্যটি মির্যা কাদিয়ানীর পুত্র ও তাদের দ্বিতীয় খলিফা মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদের। উদ্ধৃতির কপি আমার (লেখক) কাছে সংরক্ষিত আছে। চিত্রটি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ৭৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

দেখে যাও। (কাব্যের অনুবাদ) *(বদর, কাদিয়ান, ২৫-১০-১৯০৬)* তাহলে কাদিয়ানী বন্ধুদের নিকট কি মির্যা সাহেব পূর্ণাঙ্গ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপূর্ণাঙ্গ। – নাউযুবিল্লাহ।[১৯] উল্লেখ্য, বদর কাদিয়ানীদের সম্পাদিত উর্দূ পত্রিকা।

১১. মির্যা সাহেবের এই কুৎসিত নোংরামী ও বেয়াদবীর এ ধারা অন্তহীন। এপর্যায়ে তিনি নিজেকে স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেই দাবি করে বসেন। ফলে তিনি বলেনঃ **محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .**

(সূরা ফাতহ, ২৯)

অর্থ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে যারা আছে তাঁরা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর, নিজেদের মধ্যে দয়াবান। এই ওহীর মধ্যে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২০৭)*

আহমদী বন্ধুগণ! বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতিকে মঞ্চে শপথ গ্রহণের জন্য ডাকা হল। এবার তিনি শপথ বাক্য পাঠ করে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ তেইশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পার করে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা পর্যন্ত সকলের সুনাম অর্জন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এবার এক জন তেরশত বছর পরে এসে বললো যাকে শপথ বাক্য পাঠের জন্য মঞ্চে ডাকা হয়েছিল, সে মূলত আমিই ছিলাম। তাহলে কি প্রথমজনকে প্রতারক, জবর দখলকারী, ক্ষমতালিপ্সু বলা হল না? কতটুকু অমর্যাদাকর উক্তি এটা? এমন অসংখ্য কুৎসিত ও নোংরা আচরণ করেছেন মির্যা সাহেব। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে এখানেই ক্ষান্ত হচ্ছি। নতুবা মির্যা সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে যে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বলেছে, কেবল তা দিয়েই একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা সম্ভব।

---

[১৯] মূল কপি বক্ষ্যমাণ বইয়ের ৮০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

নবীদের মত পবিত্র আত্মা সম্পর্কে রুচিহীন বক্তব্য

মির্যা কাদিয়ানী যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মর্যাদার প্রাচীরে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, সেখানে অন্য নবীদের সাথে তার আচরণ কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সত্যিই তাই হয়েছে। যাকে যেভাবে আঘাত করতে চেয়েছেন আঘাত করেছেন। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা এ সকল মহামানবকে নিজের পরেই স্থান দিয়েছেন এবং গায়েব থেকে নিজ বান্দাদের সাথে কথা বলার জন্য এ পবিত্র আত্মাদেরকে নির্বাচন করেছেন। এবার দেখুন নমুনাস্বরূপ তার সেই রুচিহীন অমর্যাদাকর উক্তিগুলো।

১. ইউরোপের লোকদের মদ এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণ হল, হযরত ঈসা আ. মদ পান করত। তা কোন রোগের কারণে বা পুরাতন অভ্যাস থাকার কারণে। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/৭১)*

২. স্মরণ থাকা দরকার যে, তাঁর (ঈসা আ.) কোন পর্যায় মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। *(রূহানী খাযায়েন ১১/২৮৯)*

৩. আসমান থেকে কয়েকটি তখ্ত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু তোমারটিই (মির্যা কাদিয়ানী) বিছানো হয়েছে। *(তাযকেরাহ ২৮২, ৪র্থ এডিসন)*

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শিষ্যদের মধ্যে অসংখ্য মুহাদ্দাস ছাড়াও এক ব্যক্তি নবুওয়াতের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি কেবল নবীই নয় বরং অনেক আত্মপ্রত্যয়ী নবীর থেকেও মর্যাদায় বেড়ে গেছে। *(হাকীকাতুন্নাবুওয়াহ ২৫৭)*

৫. হযরত মসীহ মওউদ (মির্যা সাহেব) নবুওয়াতের স্তরভেদে একাধিক নবীর থেকে মর্যাদাপূর্ণ। তিনি এমন স্তরে পৌঁছেছেন যে, অন্য নবীগণ তাতে ঈর্ষান্বিত হন। *(আল ফযল, কাদিয়ান, ৫-২-১৯৩৩)*

৬. যার অস্তিত্বের মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মর্যাদা ভার ছিল। *(প্রাগুক্ত ৩০-৫-১৯১৫)*

৭. দুনিয়াতে কোন নবী এমন আসেননি, যিনি ইজতেহাদী ভুলের শিকার হননি। *(রূহানী খাযায়েন ২২/৫৭৩)*

৮. আমার আগমনের দ্বারা প্রত্যেক নবী জীবন ফিরে পেয়েছে। আর সমস্ত রাসূল আমার জামার মধ্যে গোপন হয়ে আছে। (কবিতার অনুবাদ) *(রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৮)*

৯. হাদীসের মধ্যে আছে, যদি মূসা ও ঈসা আ. জীবিত থাকত তাহলে আমার আনুগত্য ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আমার কথা হল, মসীহ মওউদের (মির্যা কাদিয়ানী) যামানায় যদি মূসা ও ঈসা আ. হত তাহলে মসীহের (মির্যা সাহেবের) আনুগত্য তাদের অবশ্যই করতে হত। *(আল ফযল, ১৮-৩-১৯১৬ কাদিয়ান)*

উল্লেখ্য, মির্যা সাহেব উল্লেখ করেছেন যদি মূসা ও ঈসা জীবিত হত ..... *(রূহানী খাযায়েন ১৪/২৭৩)*

তিনি এখানে ঈসাকে মৃত প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য হাদীসের মধ্যে ঈসা আ. -এর নাম বৃদ্ধি করেছে। অথচ নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে তা নেই। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন : *(মুসনাদে আহমাদ, মাসানিদে জাবির রা. মিশকাত পৃষ্ঠা: ৩০ ভারতীয় কপি)*

এটা মির্যা সাহেবের অনেক জালিয়াতির মধ্যে একটি জালিয়াতী।

১০. দুনিয়াতে নবীগণ কম আসেনি। তবে আমি কারো চেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় কম নয়। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৭)*

এই হল নবীদের সাথে তার কুরুচিপূর্ণ অমর্যাদাকর আচরণ। শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, আদম আ. কে সিজদা করতে। সে বলেছিল, ***أنا خير منه*** *আমি তার থেকে উত্তম। একজন নবী থেকে উত্তম হওয়ার দাবি করায় আল্লাহ তা'আলা তাকে অভিশাপ দিয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। আর যে ব্যক্তি সকল নবী থেকে উত্তম হওয়ার দাবি করে এবং তাদের সাথে বেয়াদবী করে, তার সাথে আল্লাহর আচরণ কেমন হবে?*

আহমদী বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখবেন, আপনি যদি আপনার অফিসে লোক নিয়োগ দেয়ার সময় যোগ্য লোক বেছে নিয়োগ দেন তাহলে আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা ভাবা কি ঠিক হবে যে, তিনি মিথ্যুক আর মাদকসেবী কাউকে নবুওয়তের মত মহান দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন?

নবুওয়ত কি জিনিস, এটা যারা বুঝে তারা কি নবীদেরকে মদ্যপ ও মিথ্যাবাদী বলতে পারে? নবুওয়তের সাথে এটা উপহাস ছাড়া আর কি?

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর চরম বেয়াদবিপূর্ণ ও অমর্যাদাকর আচরণ থেকে পবিত্র কুরআন মাজীদও রক্ষা পায়নি, যেভাবে নবী ও রাসূলগণ বাঁচতে পারেননি। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. কুরআনকে আমি কাদিয়ানের কাছে অবতীর্ণ করেছি। মির্যা সাহেবের কাছে এই ওহী নাযিল হয়েছে। *(তাযকেরাহ ৫৯, দ্র. ৪র্থ এডিসন)*

২. কুরআন আল্লাহর কিতাব ও আমার মুখের কথা। *(তাযকেরাহ ৭৭, দ্র. ৪র্থ এডিসন)*

৩. অত:পর স্বীকার করতেই হবে যে, কুরআন শরীফ অশ্লীল গালি দিয়ে ভর্তি এবং কুরআন কঠোর ভাষার রাস্তা ব্যবহার করেছে। *(রূহানী খাযায়েন ৩/১১৫)*

৪. আমি কসম দিয়ে বলছি, আমি ঐ সব ইলহামের উপর এই ভাবে ঈমান আনি, যেভাবে কুরআন শরীফের উপর ও আল্লাহর অন্য কিতাবের উপর। কুরআনকে যেমন আমি নিশ্চিত অকাট্যভাবে আল্লাহর কালাম মনে করি তেমনিভাবে আমার উপর নাযিলকৃত কথাকেও অকাট্য ভাবে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করি। *(রূহানী খাযায়েন ২২/২২০)*

৫. আমি বলি কুরআন কোথায়? যদি কুরআন বিদ্যমানই থাকত তাহলে কারোর আসার কি দরকার ছিল? সমস্যা এখানেই কুরআন দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছায়া স্বরূপ দ্বিতীয় বার পাঠিয়ে তার উপর কুরআন দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করা হয়েছে। *(মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. কৃত, কালিমাতুল ফসল ১৭৩)*

- আহমদী বন্ধুদের কুরআন তাহলে কি মুসলমানদের কুরআন থেকে ভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানদের কুরআনতো ১৪ শত বছর ধরে অক্ষুন্ন আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যার ওয়াদা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে: **إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون** *(সূরা হিজর, ৯)।*
- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এক মিনিটের জন্য তা বিদায় নেয়নি। তাহলে কাদিয়ানী বন্ধুদের সেই কুরআন কোনটি? যার হেফাযতের গ্যারান্টি আল্লাহ তা'আলা নেননি। আর এ কারণে তা উম্মত থেকে বিদায় নিয়েছে।

৬. কুরআন যমীন থেকে উঠে গিয়েছিল। আমি হাদীসের বক্তব্যানুযায়ী তাকে আসমান থেকে এনেছি। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৯৩)*

৭. মির্যা সাহেবের ইলহাম, "আমি কেবলই কুরআনের মত"। *(তাযকেরাহ ৫৭০, দ্র. ৪র্থ এডিসন)*

৮. মির্যা সাহেব তার উপর নাযিল হওয়া ওহীর সমষ্টিকে নাম দিয়েছে 'তাযকেরাহ'। অথচ তা কুরআনেরই একটি নাম।

- কুরআনে আছে– **كلا إنها تذكرة** *(সূরা আবাসা : ১১)*

৯. তাফসীরের কারণে কুরআনে যে ভুলগুলো সংঘটিত হয়েছে আমি তা চিহ্নিত করতে এসেছি। এক আত্মভোলার কাশফ। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৮২)*

১০. আমার ওহী কুরআনের মত সকল ভুল থেকে পাক। *(কবিতার অনুবাদ)* *(রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৭)*

হাদীস শরীফ সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য

মির্যা সাহেব কুরআনের মত হাদীসের সাথেও অবমাননাকর উক্তি ও মন্তব্য করে নবী হতে চেয়েছেন। কে তার হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে? এমন অমর্যাদাকর কটুক্তির পরও সে আমার নবী আর আমি তার উম্মত?! সে আমার জন্য সুপারিশ করে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? কি বিচিত্র সব তামান্না! কবে আমাদের বিবেক সজাগ হবে? হাদীস সম্পর্কে তার বক্তব্য দেখুন–

১. সমর্থনের জন্য আমরা ঐ সকল হাদীসও উল্লেখ করি যা কুরআন মুতাবিক হয় এবং আমার ওহীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এছাড়া অন্য হাদীসকে ডাষ্টবিনের ময়লার মত নিক্ষেপ করি। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/১৪০)*

২. সত্য কথা হল, ফাতিমার বংশ থেকে কোন মাহদী আসবে না। এ সকল হাদীস জাল ভিত্তিহীন, বানানো। যা আব্বাসীয়দের শাসনামলে বানানো হয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ১৪/১৯৩)*

এভাবেই মির্যা সাহেব নিজ ইচ্ছামত হাদীসকে জাল, বানানো বলে সাব্যস্ত করেছেন। খাম-খেয়ালী আর নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে হাদীসের সাথে অশ্রদ্ধামূলক আচরণ করে তিনি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সবচেয়ে বড় অনুগত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে নবী হয়েছেন। অথচ তিনি কখনও হজ্জ করেননি, যাকাত দেননি, জিহাদ করেননি। তাহলে কিভাবে তিনি রাসূল সা. এর সবচেয়ে বড় অনুগত হলেন? বিস্ময়ের বিষয় হলো, যে সকল হাদীসকে তিনি জাল বলে সাব্যস্ত করলেন, সে সকল হাদীস দিয়ে তিনি আবার ইমাম মাহদী হয়ে গেলেন!? আবার "মহা সুসংবাদ" নামক বইতে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে, ইমাম মাহদীর বিষয়টি নাকি কুরআনেও আছে। অথচ মির্যা সাহেব নিজেই বলেছেন, যারা ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় আছে তারা মস্তবড় ভুলের উপর আছে এবং এটা একটা মিথ্যা ও বাতিল বিশ্বাস। *(রূহানী খাযায়েন ১৪/১৯৩)* **আহমদী বন্ধুগণ! বলবেন কি, এই খাম খেয়ালীর সমাপ্তি কোথায়?**

মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে

অমর্যাদাকর বক্তব্য

মির্যা সাহেবের কুরুচিপূর্ণ উক্তি ও বক্তব্য থেকে অবশেষে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তায়্যেবাও বাঁচতে পারেনি। এই দুই শহরের সম্মান এত বেশি যে, পবিত্র কুরআন নাযিলের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র শহরদ্বয়কেই নির্বাচন করেছেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের জন্য এই দুই শহরকেই পছন্দ করেছেন। দুটোকেই আল্লাহ মর্যাদাপূর্ণ শহর (حرام) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি কুরআন শরীফে পবিত্র মক্কার নামে কসমও খেয়েছেন। ইসলামের পঞ্চমভিত্তি হজ্জের মত এক মহান ইবাদত এই শহরেই আদায় করতে হয়। এরপর আমরা যদি পবিত্র কা'বা গৃহের দিকে দেখি, তাও এই শহরেই অবস্থিত। সুতরাং মু'মিন মাত্রই এই শহরদ্বয়ের প্রতি তার আবেগ, অনুরাগ, শ্রদ্ধা প্রশ্নাতীত। কিন্তু এত সব শ্রদ্ধা ও মর্যাদা কেবল মির্যা সাহেবের অন্তরে রেখাপাত করতে পারেনি। ফলে তিনি নির্দয়ভাবে এই শহরদ্বয়ের ব্যাপারে আপত্তিকর মন্তব্য ও বক্তব্য পেশ করেছেন, যা হৃদয়কে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। যে আঘাত মুমিনের জন্য সয়ে উঠা সহজ ব্যাপার নয়। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. হযরত মসীহ মওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) এ ব্যাপারে অনেক তাগিদ দিয়েছে যে, এখানে (কাদিয়ান) যে ব্যক্তি বারবার আসবে না, তার ঈমানের ব্যাপারে আমার আশংকা আছে। যে কাদিয়ানের সাথে সম্পর্ক রাখবে না, সে আলাদা হয়ে যাবে। তোমরা সতর্ক হও। যাতে তোমাদের মধ্যে কেউ আলাদা না হয়। তারপর এই তাজা দুধ (মক্কা-মদীনা) আর কতদিন থাকবে? একদিন তো মায়ের দুধও শুকিয়ে যায়। মক্কা-মদীনার বুক থেকে কি সেই দুধ এখনো শুকায়নি? *(হাকীকতে রুইয়া ৪৬)*

২. ছায়া হজ্জ বাদে (কাদিয়ানের জলসা) মক্কার হজ্জ রসহীন। *(পয়গামে সুলহ ১৯ এপ্রিল ১৯৩৩)*

৩. মানুষ নফল হজ্জ করার জন্য যায়। কিন্তু এখানে (কাদিয়ানে) সওয়াব বেশি। গাফেল ও উদাসীন থাকলে ক্ষতি। কেননা, ধারাটা আসমানী আর হুকুমটা খোদায়ী। *(রূহানী খাযায়েন ৫/৩৫২)*

৪. কাদিয়ান কি? আল্লাহর গাম্ভীর্যতা ও কুদরতের প্রজ্জলিত আলামত। কাদিয়ান আল্লাহর মসীহর (মির্যা সাহেব) জন্ম ও বাসভূমি এবং সমাধি। *(আল ফযল, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১)*

৫. তিনটি শহরের নাম অত্যন্ত মর্যাদার সাথে কুরআনে উল্লেখ আছে। মক্কা, মদীনা ও কাদিয়ান। *(রূহানী খাযায়েন ৩/১৪০)*
কোন আহমদী বন্ধু সেই আয়াতটি কোথায় কোন সূরায় আছে, দেখাতে পারবেন যে, আয়াতে কাদিয়ানের নাম আছে? আর যদি না দেখাতে পারেন তাহলে বলুন, মির্যা সাহেব মিথ্যা বলেছে।

৬. এই সরকারের (বৃটিশ সরকার) অধীনে যে নিরাপত্তা পাচ্ছি তা মক্কা মুয়ায্যামা ও মদীনায়ও পাওয়া সম্ভব নয়। রোম সম্রাটের রাজধানী কুস্তুনতুনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপল) এ নিরাপত্তা পাওয়া তো সম্ভবই নয়। *(রূহানী খাযায়েন ১৫/১৫৬)*

ইসলামী সাহিত্যের চরম বিকৃতি

মির্যা সাহেব ইসলামী লিটারেচারে যে বিকৃতি সাধন করেছেন তা প্রতিটি পাঠককে অবাক না করে পারে না। অর্থগত বিকৃতি সাধন ছাড়াও শব্দগত বিকৃতি তথা একটি বক্তব্য কোন বই থেকে আনার সময় শব্দ ও বাক্য কাটছাঁট করে নিজের বিশ্বাস ও চিন্তার অনুকূল করে উল্লেখ করার কাজ তিনি অসংখ্য জায়গায় করেছেন। অথচ মূল লেখক সেই বক্তব্যকে আদৌ সেভাবে বলেননি। এটাকে জ্ঞান চর্চার জগতে এক চরম খেয়ানত ও প্রতারণা মনে করা হয়। আর খেয়ানত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলছেন, **إن الله لا يحب الخائنين.** *(সূরা আনফাল, ৫৮)*

অর্থাৎ : আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীকে ভালবাসেন না।

ফলে মির্যা সাহেব নবী হতে পারেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ . **وما كان لنبى أن يغل** *(সূরা আলে-ইমরান: ১৬১)*

নবী কখনও খেয়ানত করতে পারে না।

এবার মির্যা সাহেবের এই জাতীয় কিছু খেয়ানতের দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

১. হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী রহ. মাওলানা খাজা মুহাম্মদ সিদ্দীক রহ. কে একটি পত্র লেখেন। তার মধ্যে তিনি লেখেন :

وقد يكون ذلك لبعض المكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة أيضًا وإذا كثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثا . (مكتوبات مجدد الف ثانى)

অর্থ ঃ কখনও তাদের পূর্ণাঙ্গ অনুগতদের আনুগত্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে এমনটা (তাদের অন্তরের সাথে কথা বলা) হয়। আর যখন এমনটা বেশি হয় তখন তাদেরকে মুহাদ্দাস (**محدث**) বলা হয়।

এবার দেখুন মির্যা সাহেবের খেয়ানত। তিনি যখন তার কিতাব বারাহিনে আহমদিয়াতে *(রূহানী খাযায়েন ৩/৬০১)* মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন তখন ঠিকই "মুহাদ্দাস" (যার সাথে কথা বলা হয়) লিখেছেন। কোন খেয়ানত করেননি।

কিন্তু যখনই তিনি নবুওয়াতের দাবি করেছেন তখন তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. -এর এই বক্তব্যকে কিভাবে বিকৃত করেছেন তাই এবার দেখুন। আর ভাবুন, এটা খেয়ানতের কোন স্তরে পড়ে? মির্যা সাহেব বলেন, মুজাদ্দিদে সেরহিন্দি সাহেব রহ. নিজ মাকতুবাতে লিখেন যে, যদিও এই উম্মতের কিছু সদস্য আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও আল্লাহর সম্বোধনের অধিকারী। আর কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারা চলবে। কিন্তু যাকে খুব বেশি এ বৈশিষ্ট্য এবং গায়েবের সংবাদ দান করা হয় তাকে নবী বলা হয়। *(রূহানী খাযায়েন ২২/৪০৬)*

অথচ মুজাদ্দিদ সাহেব "নবী" শব্দ মোটেও লিখেননি। তিনি "মুহদাস" শব্দ লিখে ছিলেন। মির্যা সাহেব নিজেকে নবী বানানোর জন্য "মুহদাস" এর জায়গায় "নবী" লিখে বসলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্য নবীর জন্য এই মিথ্যাচারের ও খেয়ানতের কি প্রয়োজন হয়েছিল?

ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য বক্তব্যকে কেমন নির্দয়ভাবে তিনি ইচ্ছামত কাটছাঁট করেছেন তার দৃষ্টান্ত মির্যা সাহেব নিজেই। যার কিছু নমুনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে। যেমন তিনি লিখেছেন :

لو كان موسى وعيسى حيا لما وسعه إلا اتباعى . *(রূহানী খাযায়েন ১৪/২৭৩)* অথচ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে **عيسى** শব্দটি নেই। যেমন দেখুন *(মিশকাত পৃ : ৩০, ভারতীয় কপি)*। যদি কোন কিতাবে **عيسى** (ঈসা) শব্দটি থাকে তাহলে হাদীসের কিতাবের সাথে মিলিয়ে তাকে সংশোধন করা উচিৎ। ভুল উদ্ধৃতিকে নিজের পক্ষে উল্লেখ করা আরেক ভুল।

মির্যা সাহেব ঈসা আ. -এর মৃত্যু প্রমাণের জন্য এই হাদীসকে নির্দয়ভাবে বিকৃত করেছেন। কাদিয়ানী বন্ধুগণের উপর গ্রহণযোগ্য একটি জবাব দিয়ে মির্যা সাহেবকে বাঁচানোর দায়িত্ব নেই কি? আর যদি জবাব না থাকে তাহলে আসুন তওবা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মতের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

মির্যা সাহেব তার বইতে "এই আল্লাহর খলীফা মাহদী" ঘোষণাটি আসমান থেকে আসবে বলে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে বুখারী শরীফে আছে বলে মিথ্যাচার করেছেন। অথচ তা একটি সম্পূর্ণ অসত্য বানোয়াট উদ্ধৃতি। *(রূহানী খাযায়েন ৬/৩৩৭)* পূর্ণ বুখারী শরীফের কোন পাতার কোন লাইনে কথাটি আছে- কোন আহমদী বন্ধুর সাহস থাকলে বুখারী খুলে দেখান।

মির্যা সাহেব ইমাম মাহদী হতে গিয়ে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের যে দলীলটিকে সবচেয়ে মজবুত দলীল হিসাবে দারাকুতনীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সেখানেও তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বর্ণিত কথা নয়।[২০] কোন হাদীসের গ্রন্থ থেকে

---

[২০] দারাকুতনীতে 'বাবুল ঈদাইন' এ বর্ণিত মূল পাঠটি হল এই:

عن محمد بن على، قال: إن لمهدينا أيتين لم تكونا منذ خلق الله السموات و الأرض، ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان، و تنكسف الشمس في النصف منه، و لم تكونا منذ خلق الله الساوات و الأرض.

এখানে রাসূল সা. এর নাম ব্যবহার করে কেন ধোঁকা দেয়া হচ্ছে?

তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কোন আহমদী বন্ধু দেখাতে পারবে না যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

হাদীসে নববীতে মির্যা সাহেবের আরেকটি বিকৃতিঃ

মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ডে এসেছে, হযরত ঈসা আ. এর ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন: লূদ **لُدّ** শহরের প্রবেশদ্বারে তিনি দাজ্জালকে পেয়ে হত্যা করবেন। (*মুসলিম ২/৪০১। ভারতীয় কপি)।*

মির্যা সাহেব তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'দাফেউল বালা' গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন, হাদীসের মধ্যে ইশারা করা হয়েছে মসীহ দাজ্জালকে লুদ শহরের প্রবেশদ্বারে এক আঘাতেই হত্যা করবে। লুদ শব্দটি লুধিয়ানা শব্দ থেকে সংক্ষেপিত। যা মেধাবীদের কাছে গোপন নয়। *(দাফেউল বালা, পৃ. ৯২, দ্রষ্টব্য টিকা। রূহানী খাযায়েন, ১৮/৩৪১)*

কি বিচিত্র এক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দিলেন। অথচ ঈসা আ. যে দামেস্ক শহরে আসবেন তার পাশেই লুদ শহর অবস্থিত। যুক্তি, বুদ্ধি, ইতিহাস, ভূগোল সবকিছুকে হত্যা করা ছাড়া এ দাবি প্রমাণ করা যাবে না। যেখানে বায়তুল মাকদিসের পার্শ্বেই লুদ শহর অবস্থিত সেখানে লুধিয়ানা শহরকে হাত পা ভেঙ্গে প্রতিবন্ধি বানিয়ে লুদ যা হাদীসে বর্ণিত তার সাথে মিলানোর কি প্রয়োজন হয়ে পড়ল!? সত্যিকার ঈসা আ. যে হবে তার জন্য কি এই বিকৃতি সাধন অপরিহার্য ছিল?

এবার দেখুন, এখন থেকে ৭৬১ বছর পূর্বে মৃত ইমাম নববী রহ. লুদ শহরের ব্যাখ্যায় বলেছেন: **و هو بلدة قريبة من بيت المقدس** অর্থ: লুদ বাইতুল মাকদিসের কাছে একটি শহরের নাম। *(শরহে মুসলিম, ২/৪০১। ভারতীয় কপি)।*

মির্যা সাহেব জানেন-ই না যে, লুদ নামে পৃথিবীতে কোন শহর আছে। আর যদি জেনে-শুনে এ কাজ করেন তাহলে তা হাদীসের মধ্যে এক বিকৃতি ও প্রতারণা। এমন আচরণ তিনি হাজার হাজার আয়াত ও হাদীসের সাথে করেছেন। মির্যা সাহেবের আরবী ভাষা জ্ঞানের অবস্থা হল

তিনি লুদ শব্দের মধ্যে ال যুক্ত করেছেন। অথচ তা গ্রামারের নিয়ম পরিপন্থি।

৭৬১ বছর পূর্বে ইমাম নববী রহ. বিষয়টি বুঝে গেলেন। আর মির্যা সাহেব সাম্প্রতিক সময়েও বুঝলেন না। অথচ তার উপর প্রতি মুহূর্তে অহী নাযিল হত! মির্যা সাহেব কোন দাজ্জালকে লুধিয়ানা শহরের গেটে হত্যা করলেন তাও বোধগম্য নয়। আর যদি সেই দাজ্জাল ইংরেজ সাম্রাজ্যের মদদে লালিত পাদ্রীরা হয় তাহলে কাদিয়ানীরা অবশেষে সেই পাদ্রী ও পাদ্রীদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদের তীর্থস্থান লণ্ডনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কিভাবে?[২১] উল্লেখ্য, মির্যা কাদিয়ানীর দৃষ্টিতে খৃস্টান পাদ্রীরাই দাজ্জাল। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৮৮-৪৮৯)*

এমন অসংখ্য বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে মির্যা সাহেব বিভিন্ন দাবি করেছেন। তিনি যদি সত্যিই এ সকল মর্যাদার অধিকারী হন তাহলে মিথ্যা বলে ও নির্দয়ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃতি সাধন করে এ সকল দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠিত করার দরকার কি? আহমদী বন্ধুগণ একটু জবাব দিবেন?[২২]

নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ইসলাম বনাম মির্যা সাহেব

---

[২১] চিত্রে দেখুন বইয়ের শেষে ৭১-৭৩ পৃষ্ঠায়।

[২২] মির্যা সাহেবের বিকৃতির এ আদর্শ (!) পরবর্তী আহমদী মুরুব্বীগণও অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তারা মির্যা সাহেবের যেসব বক্তব্য নিয়ে বিব্রত তা নতুন মুদ্রণে পরিবর্তন করে চলছেন। যেমন: পাকিস্তানের চনাব নগর (রবওয়া) থেকে প্রকাশিত ২০০৮ ইং সালের পূর্বে প্রকাশিত প্রায় সকল সীরাতুল মাহদীতে আছে, মির্যা সাহেব বলেছেন, আমাদের অনুসারীদের উচিৎ তিনবার করে আমার বই পড়া, যে আমার কিতাব পড়বে না তার ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ আছে। (২/৭৮)।

২০০৮ সালের পরের মুদ্রণে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে 'যে আমাদের কিতাব তিনবার না পড়বে তার মধ্যে একরকম অহংকার পাওয়া যায়। (১/৩৬৫)। বর্ণনা নম্বর ৪১০। চিত্র দেখুন, বক্ষ্যমাণ বইয়ের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

যাকে নবী মনে করা হয় এবং যার কাছে ওহী আসে বলে বিশ্বাস করা হয় তার কথা এভাবে পরিবর্তন করা, সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা কি জারী আছে, না শেষ হয়ে গেছে? আসুন, ইসলাম কী বলে এবং মির্যা সাহেব কী বলে, জেনে নিই।

প্রথমে মির্যা সাহেবের কয়েকটি বক্তব্য জেনে নিই।

১. তাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, নবুওয়াতের দাবিদারের উপর আমরা অভিশাপ (লা'নত) করি এবং **لا إله إلا الله محمد رسول الله** -এর সাথে একমত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নবুওয়াতই শেষ নবুওয়াত এ কথা বিশ্বাস করি। *(মজমুআয়ে ইশতেহারাত ২/২)*

২. **ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين .**

অর্থ: মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কারোর পিতা নয়। হ্যাঁ, সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী। তোমার কি জানা নাই যে, করুণাময় ও দয়াবান খোদা আমাদের নবীর নাম কোন প্রকার "কিন্তু" "যেহেতু" ছাড়াই সর্বশেষ নবী রেখেছেন এবং নবুওয়াত প্রত্যাশীদের সামনে স্পষ্ট করে "লা নবীইয়্যা বা'দি" (**لا نبى بعدى**) -এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর কোন নবীর আগমনকে যদি আমরা বৈধ মনে করি, তাহলে নবুওয়াতের ওহীর দরজা বন্ধ হওয়ার পর তা আবার খোলার চেষ্টা হচ্ছে। যা পরিষ্কার একটি ভ্রান্তি। এ কথা মুসলমানদের অজানা নয়। আমাদের নবীর পর আবার নবী আসে কি করে? কারণ ওহীর দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাধ্যমে নবী আসার ধারাবাহিকতা শেষ করে দিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ৭/২০০)*

৩. **ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين .**

(সূরা আহযাব : ৪০)

অর্থ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের ধারাবাহিকতাকে সমাপ্তকারী। এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে,

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর আর কোন আল্লাহর দূত দুনিয়াতে আসবে না। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৩১)*

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জীবনের ৬১ বছর উম্মতে মুসলিমার সাথে নিম্নের এই বিষয়গুলোর সাথে একমত ছিল। যা তার উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কার ঃ

১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোন নবীর আগমন বা ওহীর দরজা খোলার কোন সম্ভাবনা নাই।

২. কুরআনের সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে খাতামুন নাবিয়্যিন -এর অর্থ নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী। মির্যা সাহেব তার একাধিক বক্তব্যে তা স্বীকার করেছেন।

৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -ই শেষ নবী। তারপর আর কোন ধরনের কোন নবী আসবে না। এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যা সকল মুসলমানের বিশ্বাস। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর কোন নবী বা রাসূলের আগমনকে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে। (ইসলামের বাইরে চলে যাবে।) (সংক্ষিপ্ত)। *(মজমুআয়ে ইশতেহারাত ১/২৩০-৩১)*

১৮৫৭ সালে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি যখন এ উপমহাদেশে ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তখন তারা এ উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার দিকে মনোনিবেশ করে। বৃটিশদের চিন্তা হল, ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ভারতীয়দেরকে গোলাম বানানোর পর ১০০ বছর পার হল, একটি প্রজন্ম গোলামীর জিঞ্জির পরে বিদায় নিল। আরেকটি প্রজন্মের আগমন ঘটল। কিন্তু বিদায়ী ও আগন্তুক প্রজন্মের মধ্যে অনেক কিছু ভিন্ন হলেও ধর্মীয় অনুভূতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী-চেতনা এক ও অভিন্ন। এর রহস্যটা কি? তাই তারা বাধা হিসাবে আবিষ্কার করল দুইটি বস্তুকে। ১. গভীর ধর্মীয় অনুভূতি। ২. জিহাদী প্রেরণা। তারা এই দুই বস্তুকে সরিয়ে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনামুক্ত নিরাপদ ইসলামের সন্ধানে বেরিয়ে

পড়ল। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্বাচন করল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে। তিনিও তাদের জন্য জিহাদ মুক্ত তাদের পছন্দসই একটি নিরাপদ ইসলাম দাঁড় করিয়ে দিলেন। যে ইসলামের রূপ-রেখা বৃটিশরাই তৈরী করে দিয়েছে। তার অসংখ্য রচনায় বিষয়টি সূর্যের চেয়ে পরিষ্কার। যেমন তিনি বলেন,

১. আমরা এমন এক বংশের যারা বৃটিশ সরকারের একান্ত হিতাকাঙ্খী। *(রূহানী খাযায়েন ৮/৩৬)*

২. আমি ও আমার জামাত (কাদিয়ানী সম্প্রদায়) বৃটিশ সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নীতির উপর অবিচল আছি। আর আমি এই নীতির উপর উঠানোর জন্য আরবী ফারসী ও উর্দূতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছি। ... এই স্বস্তিদানকারী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা অন্তরে আনা কতবড় জুলুম ও দ্রোহের কথা! হাজার হাজার টাকা খরচ করে এই কিতাবগুলো ইসলামী দুনিয়ায় ছড়ানো হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাজার হাজার মুসলমানের উপর এর প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে যারা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তারা এমন শুভাকাঙ্খী এবং এই সরকারের প্রতি এমন আন্তরিক যে, আমি জোরগলায় দাবি করতে পারব, অন্য মুসলমানদের মধ্যে এর কোন উদাহরণ নেই। তারাই সরকারের বিশ্বস্ত সৈন্য, যাদের ভিতর-বাহির সরকারের কল্যাণকামিতা দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে। *(রূহানী খাযায়েন ১২/২৬৩-৬৪)*

৩. আমি বারবার আমার মত প্রকাশ করেছি যে, ইসলামের দুইটি অংশ। প্রথমত আল্লাহর আনুগত্য করবে। দ্বিতীয়ত এই সরকারের (বৃটিশ সরকারের), যে নিরাপত্তা দিয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন ৬/৩৮০)*

৪. হে বন্ধু! এখন জিহাদের ধারণা ছেড়ে দাও। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বীনের জন্য এখন হারাম। এখন মসীহ দ্বীনের ইমাম হয়ে এসে গেছে। দ্বীনের সকল যুদ্ধ এখন শেষ। এখন আসমান থেকে খোদার নূর অবতীর্ণ হয়েছে। এখন যুদ্ধের ফতওয়া অনর্থক। এখন যে যুদ্ধ করে সে

আল্লাহর দুশমন। আর জিহাদের বিশ্বাস যে রাখে সে নবীকে অস্বীকারকারী। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৭৭-৭৮)*

৫. এমনকি তিনি নিজেকে বৃটিশের লাগানো চারা বলে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। *(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ৩/২১)*

এই হল মির্যা সাহেবের ইসলাম। তিনি লিখেছেন, ছেপেছেন, প্রচার করেছেন, মুরীদ করেছেন, জামাত গঠন করেছেন, ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সবই বৃটিশের রূপরেখানুযায়ী একটি ইসলাম দাঁড় করানোর জন্য। যা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তার দায়বদ্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, (আমি) বৃটিশ সরকারের একান্ত হিতাকাঙ্খী, সেবক এবং রোপন কৃত চারা। *(মজমুআয়ে ইশতেহারাত ২/১৯৮)*

যে কারণে বৃটিশের শত্রুকে তিনি নিজ শত্রু হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন, ১৮৫৭ ইং সালে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াকুদের পবিত্র লড়াই ও জিহাদকে জঙ্গলী জানোয়ারের আচরণ এবং মস্তবড় গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৯১, দ্র. টিকা)*

কুরআনে জিহাদ ফরয করা হয়েছে। (সূরা বাকারা, ২১৬)। এই ফরযকে রহিত বা স্থগিত করতে হলে নবুওয়তী ক্ষমতা দরকার। কারণ নতুন ওহী ছাড়া পুরাতন ওহী স্থগিত হতে পারে না। ফলে জিহাদের ন্যায় প্রাচীরকে হটানো ছাড়া মুসলমানদের উপর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পথ সুগম করা সম্ভব নয়। আর এর জন্যই দরকার নবুওয়াতের দাবিদার বৃটিশের অনুচর একজন মানুষ। অনুসন্ধানে বেরিয়ে তারা মির্যা সাহেবের মত একনিষ্ঠ আন্তরিক একজন নবী (?) পেল। যে তার সব শ্রম-মেধা-শক্তি বৃটিশ প্রণীত এক ইসলামকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্য উজাড় করে দিল। আর এই জন্যই তাকে মুজাদ্দিদ, মাহদী, মসীহের পর নবী হওয়ার দাবিও করতে হয়। লক্ষ্য একটাই বৃটিশের ইসলামকে বাস্তবায়ন। তাই এই মিশন যখন তার কাঁধে ছিল না তখন তিনি বিশ্বের অন্য সকল মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকেই নিজের ধর্ম বিশ্বাস, তাদের ভাষাকেই নিজের

ভাষা, তাদের সুরকেই নিজের সুর বলে সর্বত্র প্রচার করেছেন। ফলে তিনিও ১৩ শত বছর ধরে চলে আসা মুসলমানদের অকাট্য ধর্ম বিশ্বাস যে, কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর কোন ধরনের নবুওয়াতের দাবি করলে সে কাফের– ইসলামের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবে- এ কথার প্রবক্তা ছিলেন। *(মাজমুআয়ে ইশতেহারাত ২/২৩০-৩১, ২/৯৭)*

কিন্তু বৃটিশদের মনোপূত: বিশেষ ইসলামের মিশন বাস্তবায়নের দায়িত্ব যখন তার উপর চাপল তখন তিনি মুসলমানদের ১৩ শত বছরের সেই অকাট্য ধর্ম বিশ্বাস থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসতে লাগলেন এবং এমন কুফুরী আকীদা ও বিশ্বাস আর দাবি প্রচার করতে লাগলেন যাকে তিনি নিজেই কুফুরী বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আকীদা বলে এক সময় সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এ সকল দাবিকে প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি কুরআন ও হাদীসের সাথে কি নির্দয় আচরণ করেছেন এবং এগুলোকে যথেচ্ছা বিকৃত করেছেন তার কিছু নমুনা পিছনে আমরা পেশ করেছি। এখানে তার নবুওয়াত সংক্রান্ত কিছু দাবি তুলে ধরছি। যা দিয়ে তিনি ইসলামের খতমে নবুওয়াতের মত একটি অকাট্য বিশ্বাসের প্রাসাদে ধ্বস নামানোর বহুমুখী ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন, এবার তাই দেখুন।

১. সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২৩১)*

২. খোদা তিনি, যিনি নিজ রাসূলকে অর্থাৎ এই অক্ষমকে হেদায়েত, সত্যদ্বীন এবং চরিত্র সংশোধনের সাথে পাঠিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪২৬)*

৩. (হে মির্যা গোলাম আহমদ!) আপনি বলুন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের কাছে রাসূল হয়ে এসেছি। *(তাযকেরাহ ৩৫২)* এখানে তিনি বিশ্ব নবী হওয়ার দাবি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

৪. আপনি (মির্যা সাহেব) রাসূলদের মধ্য থেকে এবং সঠিক রাস্তার উপর আছেন। আরবী পাঠ হল এই :

يٰس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

(রূহানী খাযায়েন ২২/১১০)

৫. তিনিই আপনাকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/১১৩)*

৬. আমার দাবি আমি নবী ও রাসূল। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২১১)*

৭. আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার জান, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং নবী নাম দিয়েছেন। *(রূহানী খাযায়েন ২২/৫০৩)*

বিস্ময়ের বিষয় হল, কাদিয়ানীরা তাদের বিভিন্ন লিফলেট ও প্রচার মাধ্যমে কখনই স্বীকার করে না যে, মির্যা সাহেব নবী ছিলেন বা তার উপর ওহী নাযিল হত। এটা কাদিয়ানীদের মস্তবড় একটি জালিয়াতী ও প্রতারণা। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন,

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ইমাম ,আহমাদিয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ -এর একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয় "সাপ্তাহিক ২০০০" ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায়। সেখানে তাকে সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, আপনারা মির্যা কাদিয়ানীকে নবী হিসাবে মনে করেন? জবাবে মুজিবুর রহমান সাহেব বললেন, "তার উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি" অর্থাৎ তিনি নবী নন। এবার মির্যা কাদিয়ানীর বক্তব্য দেখুন, "সত্য কথা হল সেই পবিত্র ওহী যা আমার উপর নাযিল হয় তার মধ্যে নবী, রাসূল, দূত শব্দ ছিল। একবার নয় বরং শতবার। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/২০৬)*

এবার পাঠক কি বলবেন! এর পরও কি তাদের প্রতারণা না বুঝার কিছু আছে? এভাবেই তারা সরলমনা মুসলমানকে প্রতারিত করে যাচ্ছে। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী মানা হল কোথায়? অথচ তারা বলে থাকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই আমরা শেষ নবী বলে বিশ্বাস করি। এটা আরেকটি প্রতারণা। এর জন্য দেখুন, ৫ই ডিসেম্বর ২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো।

সভ্যতার ইতিহাসে কোন মতাদর্শের মধ্যে জঘণ্য ধোঁকা ও প্রতারণার এমন চর্চা সত্যিই বিস্ময়কর ও অভাবিত।

মির্যা কাদিয়ানী তার বই 'হাকীকতুল ওহী' গ্রন্থে লিখেন, যে আমাকে বিশ্বাস করে না, সে কাফের। *(রূহানী খাযায়েন ২২/১৬৭)*

তাহলে কাদিয়ানীগণ কি তাদের ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে মির্যা সাহেবের ফতওয়ানুযায়ী কাফের হতেও প্রস্তুত!

মৃত্যুর পর আখেরাত এক চরম বাস্তবতা। মাথার উপরের সূর্যটি ডুববে কি না, এটা সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এ বিষয়ে একজন মু'মিনের অন্তরে সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই প্রত্যেক আহমদী বন্ধুকে একটি অনুরোধ করে এই পাঠটি শেষ করছি।

মির্যা কাদিয়ানী সাহেব বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর নবুওয়াতের দাবিদারকে আমি মিথ্যুক ও কাফের মনে করি। *(মজমুআয়ে ইশ্তেহারাত ১/১২০)* এই খণ্ডটিতে মির্যা সাহেবের যে সকল ঘোষণা ও প্রচার-পত্র উল্লেখ আছে, তা ১৮৭৮ থেকে ১৮৯৩ মধ্যে প্রচার ও বিলি করা হয়। এ সময়ের কথা মূল উর্দু কপির প্রচ্ছদেই পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে।

এ দিকে মির্যা সাহেবের উপর আসমান থেকে বার্তা আসা শুরু হয় ১৮৬৫ সালে। *(দ্বীনী মা'লুমাত ৩৬, প্রকাশক, মজলিসে খুদ্দামুল আহমদিয়্যাহ, পাকিস্তান)*

এরই সাথে মির্যা সাহেবের এই কথাটিও দেখুন, আল্লাহ জানেন আমি কেবল সেই কথাই বলি যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেন। আল্লাহর কথার বিরোধী কোন কথা আমি বলি না। *(রূহানী খাযায়েন ৭/১৮৬)*

প্রথম কথা থেকে পরিষ্কার, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর নবী বা রাসূল হওয়ার দাবি করলে সে কাফের ও মিথ্যুক। তৃতীয় কথা থেকে বুঝা যায়, এটি তিনি আল্লাহর পাঠানো বার্তানুযায়ীই বলেছেন। দ্বিতীয় কথা থেকে বুঝা যায়, তার সাথে আল্লাহর বার্তা লেনদেন শুরু হয় ১৮৬৫ সালে। তাহলে ফলাফল এই দাঁড়াল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পর নবুওয়াতের দাবিদার পরিষ্কার কাফের এটা মির্যা সাহেবের বক্তব্য নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসা একটি বার্তা হিসাবে তিনি প্রচার করেছেন। বিষয়টি যদি তাই হয়, তাহলে মির্যা সাহেব নিজেকে নবী বলার পর আহমদী বন্ধু! আপনি তাকে কি বলবেন? জবাবটি দেয়ার পূর্বে একটু ভাববেন, আল্লাহর সামনে সকলকেই দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ আমাদের বিবেককে সত্য গ্রহণের তাওফীক দিন।

কাদিয়ানী ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেও

যারা ফিরে এলেন

১. মির্যা আহমদ বেলাল:

আহমদী জামাতের ৩য় খলীফা মির্যা নাসেরের তিন পুত্রের ২য় পুত্র। অর্থাৎ মির্যা কাদিয়ানীর প্রপৌত্র। ২০১৫ সালে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি আহমদী জামাতের বড় প্রচারক ছিলেন। জন্মসূত্রেই আহমদী। এই ধর্মমত প্রচারের জন্যই তাকে ইতালী ও রাশিয়ান ভাষা শেখানো হয়। রাবওয়া (পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে আহমদীদের মূল আস্তানা) যার বর্তমান নাম চনাব নগর -এর আহমদীদের খেলাফত লাইব্রেরীর দায়িত্বেও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি একথা বলেছেন যে, সাধারণ আহমদীদের জানা নেই, মির্যা সাহেব তার বইতে ইসলামী আকীদার সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন? এ জন্যই তারা এ জামাতের সদস্য হিসাবে গর্বিত।

২. শেখ রাহিল:

জার্মানে দীর্ঘ অনেক বছর আহমদী জামাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তার জন্ম পাঞ্জাবে ১৯৪৮ সালে। তাকেও দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচারক হিসাবে জার্মানে পাঠানো হয়। ২০০৩ সালে তিনি স্বপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মির্যা কাদিয়ানীর বই-পুস্তক সম্পর্কে সাধারণ কাদিয়ানীদের তেমন কোন ধারণা না থাকায় তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে- এ বিষয়ে তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন । যা এখন ৭৪৪ পৃষ্ঠার এক বিশাল বই হিসাবে মুদ্রিত হয়ে মানুষের হাতে হাতে। বইয়ের নাম "মাযামিনে রাহিল। (مضامین راحل) [২৩]

৩. শামসুদ্দীন:

বর্তমান কাদিয়ানীদের ৫ম খলীফা মির্যা মাসরুর সাহেবের (দুধ শরীক) ভাইয়ের ছেলে। জন্মসূত্রে কাদিয়ানী। তিনিও সাম্প্রতিক সময়ে মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক পড়ে স্বপরিবারে ইসলাম কবুল করেন

[২৩] আহরার ফাউন্ডেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

এবং কাদিয়ানী ধর্মমতকে বিদায় সালাম জানিয়েছেন। তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের লাহোরে বসবাস করেন।

৪. **শফীক মির্যাঃ**

পাকিস্তানের জঙ্গ পত্রিকায় কর্মরত এক খ্যাতিমান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। আরবী, ইংরেজী, উর্দু, পাঞ্জাবী সকল ভাষায় পারদর্শী। জন্মসূত্রে কাদিয়ানী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে কাদিয়ানী ধর্মকে বিদায় জানান।[২৪]

৫. **বশীর আহমদ মিশরীঃ**

১৯১৪ সালে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। লাহোর সরকারী কলেজ থেকে বি. এ. এবং মিশর জামেয়া আযহার থেকে আরবীতে ডিগ্রি নেন। তারপর লন্ডন থেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি নেন। ১৯৬১ সালে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং ১৯৬৪-৬৮ পর্যন্ত কাদিয়ানীদের পত্রিকা 'ইসলামিক রিভিউ'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি লন্ডনে কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপের সেন্ট্রাল মসজিদের ইমামও হয়েছিলেন। তারপর ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে মাওলানা লাল হুসাইন আখতার সাহেবের কাছে ইসলাম কবুল করেন। উল্লেখ্য, মাওলানা লাল আখতার সাহেবও কাদিয়ানী ধর্ম থেকে ইসলামে প্রবেশ করেন। বশীর আহমদের উপস্থিতি বৃটিশ মিডিয়াতে বেশ সরব ছিল। তার লেখা ঞযব ওংষধসরপ ঈড়হপবৎহ ভড়ৎ অহরসধষং (ইসলামে জীবের হক) বইটি বেশ গ্রহণযোগ্য, যা ইসলামী সাহিত্যজগতে তার সরব উপস্থিতির স্পষ্ট প্রমাণ।

৬. **মৌলভী মুহাম্মদ ফযল সাহেবঃ**

তিনি পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অধিবাসী। মির্যা সাহেবের হাতে প্রথম দিকে বায়আত গ্রহণ করেন। ইলম চর্চার জগতে তার সরব উপস্থিতি ছিল। তিনি 'আসরারে শরীয়ত' নামে একটি প্রসিদ্ধ

---

২৪. قاديانيت سے اسلام تك পৃঃ ১৪৬. পুস্তিকাটিতে অসংখ্য কাদিয়ানী বন্ধুদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। যারা পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে শামিল হয়েছেন। অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ সেখানে দেখুন।

বইও লিখেন। কিন্তু মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক পড়ে তিনি মির্যা কাদিয়ানীর ধর্ম ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে তার মৃত্যু হয়। মির্যা সাহেব তাকে সিদক ও সফার (স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ঈমানের) অধিকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং ৩১৩ জনের যে তালিকাকে নিজ সত্যতার প্রমাণ হিসাবে হাজির করেছেন মুহাম্মদ ফযল সাহেব হলেন তাদের অন্যতম। বিস্ময়কর বিষয় হল যে, মির্যা সাহেব যাদের ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তারাই তাকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে বর্জন করেছেন। (তিনশ তেরাহ্, আসহাবে সিদক ও সফা ২০০-২০১, ২য় এডিসন ২০১২, বইটিতে মির্যা সাহেবের অতি আস্থাভাজন ৩১৩ জনের জীবনী সংকলন করা হয়েছে।)

সমাপ্ত

এই বইয়ে কোন ভুল তথ্য পেশ করা হয়েছে,
প্রমাণ করতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

.....৭৯-৮০